RNI No. 71057/96

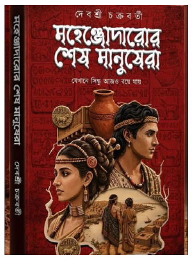

পুস্তক সমালোচনায় পার্থ নিয়োগী
পৃষ্ঠা- ০৫

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

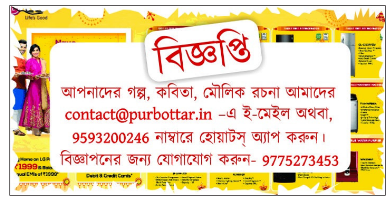

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১৭, কোচবিহার, শুক্রবার, ২১ অগাস্ট - ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২ Vol: 30, Issue: 17, Cooch Behar, Friday, 21 August - 03 September, 2026, Pages: 12 Rs. 3

বিজেপি সদস্যার বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: নতুন গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের আগের রাতেই বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের গর্ভডাঙা এলাকার ৭/৮৮ নম্বর বুথে।

অভিযোগ উঠেছে, ১৬ অগাস্ট, রবিবার গভীর রাতে বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা পারুল রায় সরকারের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি করা হয়। ঘটনাস্থলে দুটি তাজা বোমা পড়ে থাকতে দেখা গেছে। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে।

১৭ অগাস্ট, সোমবার সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন বোর্ড গঠনের কথা রয়েছে। পঞ্চায়েতের মাত্র দুজন বিজেপি সদস্যের মধ্যে একজনের বাড়িতে এমন ঘটনার জেরে গোটা রাজনৈতিক মহলে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক বিরোধ নাকি বিজেপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল রয়েছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে বোর্ড গঠনের ঠিক আগের এই বোমাবাজির ঘটনায় নতুন করে অশান্তির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এখন বোর্ড গঠনের দিন পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে ছাত্রীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন

পুণ্ডিবাড়ি: উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল থেকে এমএসসি প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতার নাম তৃষা সাহা (২২)। তাঁর বাড়ি শিলিগুড়ির শিবমন্দির এলাকায়।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২০ অগাস্ট বৃহস্পতিবার সকালে দীর্ঘক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় সহপাঠীরা তৃষাকে ডাকাডাকি করেন। কোনও সাড়া না পেয়ে তাঁরা হোস্টেল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। খবর দেওয়া হয় পুণ্ডিবাড়ি থানাতেও। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে পুলিশ দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে তৃষাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়।

পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে করা হলেও এর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দিনহাটায় সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার রান্নার প্রস্তুতি চলার সময় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি সম্পূর্ণ বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রমা দাস তাঁর ছেলেকে নিয়ে ওই বাড়িতে বসবাস করতেন এবং সম্প্রতি তাঁর শাশুড়ির প্রয়াণ ঘটায় ঘটনার দিনই তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার রান্নার আয়োজন চলছিল। রান্নার উদ্দেশ্যে গ্যাস ওভেন জ্বালানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিকট শব্দে সিলিন্ডারটি ফেটে যায় এবং মুহূর্তে আগুন সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে আসবাবপত্রসহ ঘরের চাল ও দেওয়ালের একাংশ পুড়ে সর্বস্বান্ত করে দেয়। তীব্র আগুনের লেলিহান শিখায় আশপাশের মানুষ চরম আতঙ্কিত হয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেলেও খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছানো দিনহাটা থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিনের দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সর্বস্ব হারানোর পাশাপাশি শোকের পরিবেশের মধ্যে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে বর্তমানে পুলিশ ও প্রশাসন তদন্ত শুরু করেছে।

আইএসআই চর সন্দেহে দিনহাটায় তিন যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর হয়ে কাজ করার অভিযোগে দিনহাটা থেকে তিন যুবককে গ্রেপ্তার করল স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের একটি বিশেষ দল। ১৪ অগাস্ট, শুক্রবার গভীর রাতে দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাশিদুল, নাসিরুদ্দিন ও সাইফুল নামের তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৫ অগাস্ট, শনিবার ধৃতদের দিনহাটা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনজনকেই ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অভিযোগ, ধৃতরা অবৈধভাবে ভারতীয় সিম কার্ড সংগ্রহ করে তা বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্তানে পাচার করত এবং এর পাশাপাশি তারা জাল নোটের কারবারের সঙ্গেও যুক্ত ছিল।

সীমান্তঘেঁষা দিনহাটায় আইএসআই চর সন্দেহে তিনজনের গ্রেপ্তারের ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে নয়াহাট এলাকাতেও একই ধরনের অভিযোগে এনআইএ-এর অভিযান হয়েছিল। একের পর এক এমন ঘটনায় সীমান্তবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। চক্রের মূল শেকড় পর্যন্ত পৌঁছাতে এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে তা জানতে ধৃতদের দফায় দফায় জেরা করছেন তদন্তকারীরা।

ময়না কাঠের পুজো দিয়ে শুরু বড় দেবীর আরাধনার সূচনা

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: ঐতিহ্য, আচার ও রাজপরিবারের প্রাচীন রীতিনীতিকে সামনে রেখে ময়না কাঠের পুজোর মধ্য দিয়ে সূচনা হলো কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী বড় দেবী মায়ের পুজোর প্রস্তুতি। প্রতি বছরই এই বিশেষ পুজোকে ঘিরে কোচবিহার জুড়ে তৈরি হয় এক আলাদা আবহ। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ২০ অগাস্ট, বৃহস্পতিবার ময়না কাঠের পুজোকে কেন্দ্র করে ভক্তদের মধ্যে শুরু হয়েছে উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

কোচবিহারের বড় দেবীর পুজো শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জেলার দীর্ঘদিনের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। প্রাচীন রীতি মেনে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুজোর সূচনা হওয়ায় এদিন থেকেই কার্যত বড় দেবীর আরাধনাকে ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হলো।

ময়না কাঠের পুজো বড় দেবী মায়ের পুজোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী পর্ব। নির্দিষ্ট নিয়ম ও রীতি মেনে এই পুজো হয়। পুজোকে ঘিরে ভক্তদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন এই পরম্পরা প্রত্যক্ষ করতে বহু মানুষ এদিন দেবীবাড়িতে আসেন।

কোচবিহারের মানুষের আবেগ ও বিশ্বাসের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে বড় দেবীর পুজো। বছরের পর বছর ও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই ঐতিহ্য আজও সমানভাবে আকর্ষণ করে ভক্তদের। আগামী দিনগুলিতে বড় দেবীর মন্দির ও পুজো প্রাঙ্গণ ঘিরে আরও জমে উঠবে ভক্তদের সমাগম। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বড় দেবীর পুজো কোচবিহারের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পুজোর দিনগুলিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যেমন অংশ নেন, তেমনই দূরদূরান্ত থেকেও ভক্তরা আসেন। ফলে ময়না কাঠের পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই পুজোকে ঘিরে ইতিমধ্যেই কোচবিহার জুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হলো।

নিয়ম-নিষ্ঠা ও ভক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিবছর বড় দেবীর আরাধনা সম্পন্ন হয়, এবারেও সেই আশা করা হচ্ছে এবং কোচবিহারের এই ঐতিহাসিক পুজোর পরম্পরা আগামী প্রজন্মের কাছেও একইভাবে অমলিন থাকবে এটাই চায় শহরবাসী।

দু'দিনের সফরে উত্তরবঙ্গে আসছেন অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন

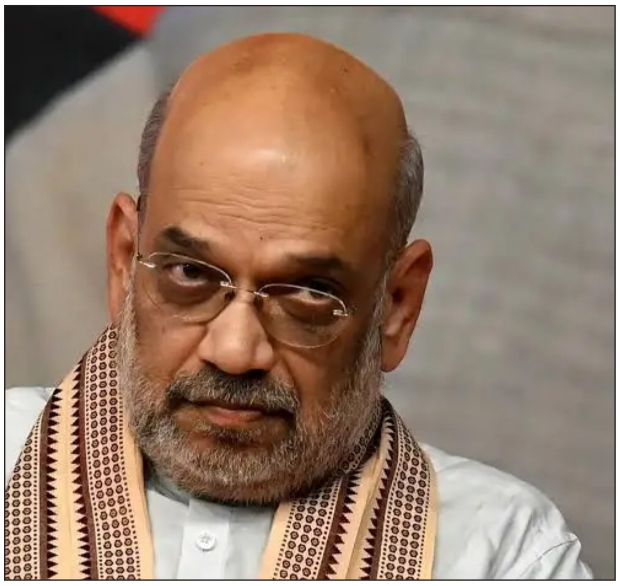

শিলিগুড়ি: দু'দিনের সফরে শিলিগুড়িতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ২১ থেকে ২৬ অগাস্ট কাওয়াখালি ময়দানে '৫টি স্তম্ভ: পরিবর্তিত বিচারব্যবস্থা' শীর্ষক 'ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হবে। ২১ অগাস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

সফরসূচি অনুযায়ী, ২১ অগাস্ট সকালে সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনার পাশাপাশি বিএসএফ ও এসএসবির কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। পরে কাওয়াখালি ময়দানে গিয়ে প্রদর্শনীর বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করবেন। তরুণ প্রজন্ম ও শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনীতে যুক্ত করতে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ইসলামপুর ও দার্জিলিঙের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থা এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে পুলিশ কোঅর্ডিনেটর মোতায়েন করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর ঘিরে শিলিগুড়ি ও কাওয়াখালি এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে অনুষ্ঠানস্থল পর্যন্ত বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে। সিআরপিএফ, এসআইবি ও রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠকও হয়েছে। এদিকে, ২২অগাস্ট পাহাড়ের নেতাদের সঙ্গে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।

বারাসতে বদলে গেল 'তিতুমীর সভাকক্ষ'র নাম

নিজস্ব প্রতিবেদন

বারাসত: বারাসতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের 'তিতুমীর সভাকক্ষ'-এর নাম বদলে 'শ্যামাপ্রসাদ ভবন' করা হল। গত ১৯ অগাস্ট বুধবার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের 'অখণ্ড ভারত সংকল্প' সপ্তাহের অনুষ্ঠানে এই নামবদল করা হয়। একই সঙ্গে সভাকক্ষের দেওয়াল থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামী তিতুমীরের ছবি সরিয়ে সেখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবি টাঙানো হয়েছে। ১৯৮৬ সালে অবিভক্ত ২৪ পরগনা ভাগ হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গঠনের সময় থেকেই জেলা পরিষদের ওই সভাকক্ষের সঙ্গে তিতুমীরের নাম জড়িয়ে ছিল। বাদুড়িয়ার ভূমিপুত্র তিতুমীর ঊনবিংশ শতকে ব্রিটিশ শাসন ও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করেছিলেন। তাঁর তৈরি বাঁশের দুর্গ ইতিহাসে 'তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা' নামে পরিচিত। বারাসত সাংগঠনিক জেলা বিজেপির আইনজীবী সেলের কনভেনর নিমাই রায়ের দাবি, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিতুমীরের তুলনায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান বেশি। নামবদলকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

'শিখা ইন' হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে মৃত ৯

ঘটনার পর মির্জা গালিব স্ট্রিটের ন'টি হোটেল এবং চারটি রেস্তোরাঁকে শোকজ নোটিস দমকল দপ্তরের।

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: মাত্র ১১০০ বর্গফুট জায়গায় পাঁচটি খুপরি ঘর। তারই মধ্যে চলছিল নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটের 'শিখা ইন' হোটেল। গত ১৮ অগাস্ট মঙ্গলবার গভীর রাতে সেই হোটেলে আগুন লেগে মৃত্যু হয় ন'জনের। মৃতদের মধ্যে সাত জন বাংলাদেশের নাগরিক। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখনও খোঁজ মেলেনি হোটেল মালিকের।

প্রাথমিক তদন্তে হোটেলটিতে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। অভিযোগ, পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না সেখানে। জায়গার অভাবে ঘরগুলিতে 'স্লাইডিং ডোর' ব্যবহার করা হয়েছিল। পাঁচটি ঘরের উপরে ছিল কাঠের ফল্‌স সিলিং। সেই সিলিংয়ের ফাঁক দিয়েই দ্রুত এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে।

মঙ্গলবার রাত দেড়টা থেকে দু'টোর মধ্যে হোটেলের রিসেপশনে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। হোটেলের ১০ জন আবাসিকের মধ্যে মাত্র দু'জন প্রাণে বাঁচতে পারেন। তাঁরা জানলা দিয়ে বেরিয়ে দীর্ঘক্ষণ কার্নিসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরে দমকল তাঁদের উদ্ধার করে।

অগ্নিকাণ্ডে মৃত ন'জনের মধ্যে রয়েছেন শিলিগুড়ির ৬৮ বছরের যোগ নারায়ণ অগ্রবাল এবং ঝাড়খণ্ডের গিরিডির ১৯ বছরের সন্দীপ পাসোয়ান। বাকি সাত জন বাংলাদেশের নাগরিক - এসএম আলিমুজ্জামান (৪৫), রেবতী সরকার, আক্রম আলি (৭৪),বাবু আহমেদ (৩৭), দেবাশীষ দত্ত (৩৯), আফসানা শারমীন (২৭) এবং তাঁদের শিশু স্বর্ণশীষ দত্ত (২)। অধিকাংশেরই ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আবু জাফর নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁর স্ত্রীর নামে মাসিক ৪০ হাজার টাকায় 'শিখা ইন' লিজ নেওয়া হয়েছিল। পাঁচ মাস আগে ১১ মাসের চুক্তিতে হোটেলটি নেওয়া হলেও সেটির দেখভাল করতেন আবু নিজেই। তাঁর স্ত্রী এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে।

হোটেলের মালিক বীরেশ্বর মিত্রেরও এখনও কোনও সন্ধান মেলেনি। একই ভবনের অন্য একটি হোটেলের মালিকও তিনি বলে তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে। আবুকে বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হলে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। আরও দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডের পর মির্জা গালিব স্ট্রিটের ন'টি হোটেল এবং চারটি রেস্তোরাঁকে শোকজ নোটিস দিয়েছে দমকল দপ্তর। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। সন্তোষজনক উত্তর না মিললে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

দমকলের সদর দপ্তর থেকে কয়েক সেকেন্ডের দূরত্বে এবং কলকাতা পৌরসভার দপ্তর থেকে প্রায় ৯৫০ মিটার দূরে থাকা এলাকায় এত অনিয়ম কীভাবে নজর এড়াল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

সেপ্টেম্বরে ফের চালু হতে পারে 'মৈত্রী এক্সপ্রেস'

বিশেষ প্রতিবেদন

২০২৪ সালের জুলাই মাস থেকে স্থগিত থাকা জনপ্রিয় ঢাকা-কলকাতাগামী 'মৈত্রী এক্সপ্রেস' আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ ও ভারতের রেলওয়ে কর্মকর্তাদের ইন্টার-গভর্নমেন্টাল রেলওয়ে মিটিংয়ের (আইজিআরএম) মাধ্যমে পুনরায় চালুর জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেনের আশা অনুযায়ী, এই বৈঠকে বন্ধ থাকা আন্তঃদেশীয় যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি আবার চালু করার বিষয়ে আলোচনা হবে এবং মৈত্রী এক্সপ্রেস চালুর একটি সম্ভাব্য তারিখও নির্ধারিত হতে পারে।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে চালু হওয়া এই ট্রেনটি করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালে সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ার পর ২০২২ সালের মে মাসে পুনরায় চালু হলেও, ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই থেকে তা আবার স্থগিত রয়েছে। এর জেরে চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যবসা ও পর্যটনের উদ্দেশ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীদের এতদিন সড়ক ও আকাশপথের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছিল। সেপ্টেম্বরের এই বৈঠকে দুই দেশের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের পরই ট্রেনটির চলাচলের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হবে এবং অন্যান্য বন্ধ থাকা আন্তঃদেশীয় রেল যোগাযোগ চালুর বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পাক গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেপ্তার ইঞ্জিনিয়ার

আট দিনের এসটিএফ হেফাজতের নির্দেশ দিনহাটা মহকুমা আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের সন্দেহে দিল্লি থেকে এক সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেপ্তার করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। ধৃতের নাম প্রদীপ্ত বসু। তিনি শিলিগুড়ির বাসিন্দা। গত ১৯ অগাস্ট বুধবার দিল্লিতে গ্রেপ্তারের পর বৃহস্পতিবার তাঁকে কোচবিহারে এনে দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালত তাঁকে আট দিনের এসটিএফ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৫ অগাস্ট কোচবিহারের সাহেবগঞ্জ থেকে পাক গুপ্তচর সন্দেহে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া থেকে ধৃত পাকিস্তানি নাগরিক রানা রউফের সঙ্গে প্রদীপ্তের যোগাযোগের সূত্র মেলে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, গোটা চক্রটির সঙ্গে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর যোগাযোগ থাকতে পারে।

তদন্তকারীদের দাবি, প্রদীপ্ত বিদেশি মুদ্রা লেনদেন, হাওয়ালা কারবার এবং জাল নোট পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় সিম কার্ড বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্তানে পাঠানোর অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। চক্রে তাঁর ভূমিকা কী ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এ দিকে, একই মামলায় বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থেকে ফজলে রাব্বি সিদ্দিকিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এসটিএফ। তিনি তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জাকির হোসেনের ভাই। কোচবিহার থেকে ধৃত তিন জনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সূত্র পাওয়া গিয়েছে বলে তদন্তকারীদের দাবি। এর আগে ১২ অগাস্ট হাবড়া থেকে পাকিস্তানি নাগরিক রানা রউফকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। তপসিয়া এলাকা থেকেও তাঁর দুই সহযোগীকে ধরা হয়। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, নেপাল হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন রানা এবং ভুয়ো পরিচয়ে থাকছিলেন। তাঁর কাছ থেকে পাকিস্তানি পাসপোর্টও উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের।

রানাকে জিজ্ঞাসাবাদের সূত্রেই কোচবিহারের রশিদুল হক, নাসিরুদ্দিন আলি ও শফিকুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই মামলায় মোট সাত জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশি ও নেপালের নাগরিকও রয়েছেন বলে এসটিএফ সূত্রে খবর। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের মূল হদিস পেতে তদন্ত চালাচ্ছে এসটিএফ।

ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজের মন্তব্যের প্রতিবাদে গত ১৮ অগাস্ট মঙ্গলবার কোচবিহারে ধিক্কার মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল আম আদমি পার্টির কোচবিহার জেলা কমিটি।

এদিন মিছিল থেকে নেতাজিকে নিয়ে করা মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। সংগঠনের দাবি, অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর রাজ্যসভার সাংসদ পদ খারিজ করতে হবে। শুধু প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেই হবে না, সাংসদ পদ থেকেও তাঁকে অপসারণ করতে হবে। এই দাবিতেই এদিন কোচবিহারে মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়।

সৌরশক্তিতে পানীয় জল
১৮ নম্বর ওয়ার্ডে নতুন প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সম্প্রতি কোচবিহার পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে সৌরশক্তিচালিত পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে। কেশব আশ্রম সংলগ্ন হাসির ঘাট এলাকায় কোচবিহার পৌরসভার উদ্যোগে স্থাপিত এই প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রথীন্দ্র বোস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পৌরসভার প্রশাসক তথা সদর মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দী-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। সৌরশক্তির মাধ্যমে পরিচালিত এই প্রকল্পের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের পানীয় জলের সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে আশা করা হচ্ছে। পৌরসভার উদ্যোগে পরিবেশবান্ধব সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই পানীয় জল প্রকল্প স্থাপন করায় স্থানীয়দের মধ্যেও সন্তোষ দেখা দিয়েছে।

মজদুর সংঘের মিছিল ও ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দশ দফা দাবিতে কোচবিহারে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল ভারতীয় মজদুর সংঘ। গত ১৭ অগাস্ট সোমবার জেনকিন্স স্কুলের সামনে থেকে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি মিছিল বের হয়। শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিলটি জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে পৌঁছায়। সেখানে সংগঠনের প্রতিনিধিরা জেলাশাসকের কাছে তাঁদের দাবিপত্র তুলে দেন।

সংগঠনের অন্যতম প্রধান দাবির মধ্যে রয়েছে ইপিএস ৯৫ এর ন্যূনতম পেনশন ৭,৫০০ টাকা করা এবং তার সঙ্গে মহার্ঘ ভাতা যুক্ত করা। পাশাপাশি পেনশনভোগীদের আয়ুষ্মান ভারত যোজনার আওতায় আনা ইপিএফ, ইসিএসআইসি ও বোনাসের কভারেজের ঊর্ধ্বসীমা দ্বিগুণ করা, পুরনো পেনশন ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা এবং ৩০ দিনের মজুরির ভিত্তিতে গ্র্যাচুইটির হিসাব করার দাবিও জানানো হয়।

এছাড়াও শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আরও একাধিক দাবি তুলে ধরে দ্রুত তা কার্যকর করার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানায় সংগঠনটি। ভারতীয় মজদুর সংঘের সদস্যদের বক্তব্য, শ্রমিক ও পেনশনভোগীদের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির সমাধানে সরকারকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন সংগঠনের নেতৃত্ব।

মহিলা মোর্চার শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়া শুরু হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কোচবিহারে অভিনন্দনসূচক শোভাযাত্রা করল ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা। গত ১৬ অগাস্ট রবিবার থেকে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা করে জমা পড়া শুরু হয়েছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এদিন কোচবিহারে মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রায় বিপুল সংখ্যক মহিলা অংশগ্রহণ করেন। হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করেন তাঁরা।

শোভাযাত্রা শেষে গজেন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর মন্দিরে পুজো দিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়। কর্মসূচিকে ঘিরে মহিলা মোর্চার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপি সহ সভাপতি দীপা চক্রবর্তী সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

নয়ারহাটে 'বাংলাদেশি' সন্দেহে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়ারহাট: বাংলাদেশি নাগরিক সন্দেহে নয়ারহাটে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গত ১৮ অগাস্ট মঙ্গলবার গভীর রাতে সেখানে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল ওই যুবক। সেসময়ই তাঁকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মাসুদ রানা (২৫)। তাঁর দাবি, তিনি বাংলাদেশের লালমনিরহাটের কাকিয়াতেপা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে তিনি গিতালদহের ধরলা নদীর কাশিমঘাট দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের কথা স্বীকার করেছেন। বর্তমানে তাঁকে নয়ারহাট তদন্তকেন্দ্রে রাখা হয়েছে। বুধবার তাঁকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

সম্প্রতি দিনহাটায় পাকিস্তানি গুপ্তচর সন্দেহে চারজন গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই ঘটনার জেরে এলাকায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সংগীতা রায়ের গ্রেপ্তারের দাবিতে দিনহাটায় জিসিপিএ-র ধর্না

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: সিতাই বিধায়ক সংগীতা রায়ের বিরুদ্ধে ভুয়ো এসসি সার্টিফিকেট ব্যবহারের অভিযোগ তুলে তাঁর গ্রেপ্তার ও সার্টিফিকেট বাতিলের দাবিতে গত ১৮ অগাস্ট মঙ্গলবার দিনহাটায় ধর্না ও রাস্তা অবরোধ করল 'দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন' (জিসিপিএ)।

মহকুমাশাসকের দপ্তরের সামনে এদিন ধর্নায় বসেন সংগঠনের সদস্যরা। জিসিপিএ নেতা আশুতোষ বর্মার অভিযোগ, প্রশাসনের নোটিশ অনুযায়ী ২৮ জুলাই সার্টিফিকেট যাচাইয়ের শেষ দিন থাকলেও বিধায়ক উপস্থিত হননি। পরে সংগঠনের প্রতিনিধি দল মহকুমাশাসক ভরত সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। প্রশাসনের আশ্বাসের পর প্রায় দুই ঘণ্টা পরে অবরোধ ও ধর্না তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। যদিও এ বিষয়ে বিধায়ক সংগীতা রায় বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কেরালার শিক্ষকের সাসপেনশনের প্রতিবাদে কোচবিহারে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কেরালার কাসারগোড জেলার একটি স্কুলে স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে নিয়ে প্রশ্ন করার জেরে শিক্ষক শ্রী গুরু প্রসাদকে সাময়িক বরখাস্ত করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে গত ১৭ অগাস্ট সোমবার কোচবিহারে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে কোচবিহার জেলাশাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাঁদের দাবি, সাভারকরকে নিয়ে প্রশ্ন করার কারণে শিক্ষকের বিরুদ্ধে নেওয়া সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘটনায় সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয় এবং বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনার দাবি তোলা হয়।

কাঠামিয়া মন্দিরে জাঁকজমকপূর্ণ মনসা পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন বাড়ির কাঠামিয়া মন্দিরে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হল মা মনসার পুজো। পুজো উপলক্ষ্যে গত ১৮ অগাস্ট মঙ্গলবার মন্দির চত্বরে সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে। পুজো দিতে দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ মদনমোহন বাড়িতে এসে উপস্থিত হন।

কাঠামিয়া মন্দিরে মা মনসার আরাধনাকে ঘিরে তৈরি হয় বিশেষ ধর্মীয় আবহ। প্রাচীন ঐতিহ্য ও রীতিনীতি মেনে পুরোহিতদের

মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে দেবীর পুজো সম্পন্ন হয়। ভক্তরা নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো দিয়ে দেবীর কাছে পরিবার ও সমাজের মঙ্গল কামনা করেন।

মনসা পুজোকে কেন্দ্র করে মন্দির চত্বরেও ছিল উৎসবের আমেজ। সকাল থেকেই ভক্তদের আনাগোনা বাড়তে থাকে। পুজো উপলক্ষ্যে মন্দিরে বিশেষ নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনাও রাখা হয়। কোচবিহারের রাজ আমলের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মদনমোহন বাড়িতে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব বরাবরই বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র। মনসা পুজোতেও সেই ঐতিহ্যের ছবি ধরা পড়ে। ভক্তদের বিশ্বাস নিষ্ঠা ভরে মা মনসার আরাধনা করলে সংসারে সুখ-শান্তি ও মঙ্গল আসে। সেই বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়েই এদিন বহু মানুষ দেবীর চরণে পুজো দেন।

পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১৭, কোচবিহার, শুক্রবার, ২১ অগাস্ট- ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

ভাতায় না ?

রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই একের পর এক বড় সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছে বর্তমান সরকার। ধর্মের ভিত্তিতে বা নির্দিষ্ট কোনও সম্প্রদায়ের কথা মাথায় রেখে দেওয়া বিভিন্ন সরকারি ভাতা ও বৃত্তি এবার থেকে আর চালু থাকছে না, ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভার বৈঠকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্বতন সরকারের আমলে চালু হওয়া বেশ কিছু জনমুখী ও বিশেষ প্রকল্প আগামী মাস থেকেই পুরোপুরি বন্ধ হতে চলেছে।

যে সমস্ত প্রকল্প বা ভাতাগুলির ওপর কোপ পড়তে চলেছে, তার মধ্যে রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের জন্য প্রচলিত 'ঐক্যশ্রী' স্কলারশিপ, তফশিলি জাতি ও উপজাতির পড়ুয়াদের 'ওয়েসিস স্কলারশিপ' এবং পশ্চিমবঙ্গ জাকাত ফান্ডের সহযোগিতায় পরিচালিত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জাকাত স্কলারশিপ'। পাশাপাশি, কেবল নির্দিষ্ট ধর্মীয় গুরুর কথা মাথায় রেখে চালু করা 'পুরোহিতভাতা' এবং 'ইমাম-মোয়াজ্জেম ভাতা'ও আগামী মাস থেকে আর দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হলো ধর্মের ভিত্তিতে কোনও বিশেষ সুবিধা না দিয়ে শুধুমাত্র প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারি প্রকল্পের সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

এদিকে, এই প্রশাসনিক পরিবর্তনের খবরের পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে নানা বিষয়ে বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে রাজ্য সরকারের অপর একটি অত্যন্ত জনমুখী প্রকল্প 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র পোর্টাল চালুর পর থেকে আবেদনকারীরা তাঁদের আবেদনের বর্তমান অবস্থা বা স্টেটাস দেখতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন। পোর্টালে অনেকের আবেদনের পাশে 'আন্ডার প্রসেস' বা 'আন্ডার এনকোয়ারি' লেখা দেখে অনেকেই ধরে নিচ্ছেন যে তাঁদের আবেদন বোধহয় বাতিল হয়ে গিয়েছে।

'আন্ডার প্রসেস' বা 'আন্ডার এনকোয়ারি'-র মতো ইংরেজি পরিভাষার অর্থ না বুঝে ডিজিটাল ব্যবস্থার সঙ্গে অস্বস্তির কারণে প্রান্তিক মানুষ প্রায়ই বিভ্রান্ত হন এবং দালালদের অপপ্রচারের শিকার হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসন এবং সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব অনেক বেশি। প্রথমত, সরকারি স্তরে আরও সহজ ও সাবলীল ভাষায় বোঝানোর ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে সাধারণ মানুষ এক নজরেই বুঝতে পারেন আবেদন কোন পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, ব্লক বা পঞ্চায়েত স্তরে সহায়তা কেন্দ্র চালু করে এই ভীতি দূর করা একান্ত প্রয়োজন। প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার জটিলতা যেন আস্থার অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা জরুরি। স্বচ্ছতা এবং সঠিক সচেতনতাই পারে যে কোনও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের পথ মসৃণ করতে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সূত্রধর, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

শ্রাবণ মাস ও শিবপূজা, ভক্তি বিশ্বাস ও বাংলার চিরন্তন ঐতিহ্য

দেবাশীষ চক্রবর্তী

শ্রাবণ মাস মানেই ভক্তি, উপবাস, শিব আরাধনা এবং মন্দিরমুখী মানুষের দীর্ঘ সারি। বাংলা সংস্কৃতিতে শ্রাবণ শুধু বর্ষার একটি মাস নয়, এটি শিবভক্তদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র সময়। আকাশে মেঘ, টানা বৃষ্টি, সবুজে মোড়া প্রকৃতি আর তার মধ্যেই শিবমন্দিরে ভক্তদের ভিড়—সব মিলিয়ে শ্রাবণের একটি আলাদা আবহ তৈরি হয়।

বিশ্বাস অনুযায়ী, শ্রাবণ মাস মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয়। এই মাসে নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে শিবের আরাধনা করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয় এবং জীবনের নানা বাধা দূর হয় বলে মনে করেন ভক্তরা। তাই শ্রাবণ মাসজুড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বাংলার নানা শিবমন্দিরে বিশেষ পুজো, জলাভিষেক, রুদ্রাভিষেক ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসে শিব হলেন সৃষ্টির অন্যতম প্রধান শক্তি। তিনি একই সঙ্গে ধ্বংস ও সৃষ্টির প্রতীক। মহাদেবের নানা রূপের মধ্যে রয়েছে শান্ত, ধ্যানমগ্ন যোগী থেকে শুরু করে রুদ্ররূপ। শ্রাবণ মাসে তাঁর এই বিভিন্ন রূপের আরাধনা করেন ভক্তরা।

শিবপূজার অন্যতম প্রধান উপকরণ হল জল। ভক্তরা শিবলিঙ্গের উপর জল ঢেলে জলাভিষেক করেন। অনেকেই গঙ্গাজল, দুধ, দই, মধু, ঘি প্রভৃতি দিয়ে অভিষেক করেন। এর পাশাপাশি শিবলিঙ্গে অর্পণ করা হয় বেলপাতা, ধুতুরা, আকন্দফুল ও বিভিন্ন ধরনের ফুল।

বিশেষ করে তিনটি পত্রবিশিষ্ট বেলপাতা শিবপূজায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তদের বিশ্বাস, শিবের উদ্দেশ্যে আন্তরিকভাবে বেলপাতা নিবেদন করলে মহাদেব সন্তুষ্ট হন। শ্রাবণ মাসে শিবলিঙ্গে জল ঢালার রীতি বহু প্রাচীন। ভক্তদের কাছে এটি শুধু একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং আত্মশুদ্ধি ও ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণের প্রতীক।

অনেক ভক্ত ভোরবেলা স্নান করে শিবমন্দিরে যান। হাতে থাকে গঙ্গাজল কিংবা পবিত্র জল। মন্দিরে পৌঁছে শিবলিঙ্গে জল ঢেলে বেলপাতা ও ফুল নিবেদন করেন। এরপর ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করেন। শ্রাবণের সোমবারগুলিতে এই ভক্তির আবহ আরও গভীর হয়। অনেকেই এদিন নিরামিষ আহার করেন কিংবা উপবাস পালন করেন। কেউ কেউ সারাদিন ফলাহার করে সন্ধ্যায় শিবপূজার পর উপবাস ভঙ্গ করেন।

শ্রাবণ মাসের সোমবারকে শিবভক্তরা বিশেষ পবিত্র দিন হিসেবে মনে করেন। বিশ্বাস অনুযায়ী, এই দিনে মহাদেবের আরাধনা করলে বিশেষ পুণ্যলাভ হয়। অবিবাহিত মহিলাদের অনেকেই ভালো জীবনসঙ্গীর কামনায় শ্রাবণ সোমবারে উপবাস ও শিবপূজা করেন। বিবাহিত মহিলারাও পরিবার ও স্বামীর মঙ্গল কামনায় শিবের আরাধনা করেন।

তবে শ্রাবণ সোমবারের এই ধর্মীয় রীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সামাজিক ঐতিহ্যও। বহু পরিবারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে এই উপবাস ও পূজার রীতি। ফলে ধর্মীয় আচার একসময় পারিবারিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে।

বাংলার গ্রামগঞ্জে শ্রাবণ মাসের শিবপূজার চিত্র অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। কোথাও ছোট্ট গ্রামের শিবমন্দিরে সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড়, কোথাও আবার বড় মন্দিরকে কেন্দ্র করে বসে মেলা। অনেক জায়গায় ভক্তরা দলবদ্ধভাবে মন্দিরে যান। হাতে থাকে জলভরা কলসি। 'বোল বম', 'হর হর মহাদেব' ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে মন্দির চত্বর। অনেক ভক্ত দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে বা দলবদ্ধভাবে এসে শিবের মাথায় জল ঢালেন।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকাতেও শ্রাবণ মাসে শিবমন্দিরগুলিতে বিশেষ পুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। স্থানীয় মন্দিরগুলিকে ঘিরে বসে ছোট-বড় মেলা। দোকান বসে, প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

শিবপূজার কথা উঠলেই বেলপাতার প্রসঙ্গ আসবেই। বেলপাতা ছাড়া শিবপূজা যেন অসম্পূর্ণ। ধর্মীয় বিশ্বাসে বেলপাতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ভক্তরা সাধারণত তিনটি পত্রযুক্ত বেলপাতা শিবলিঙ্গে অর্পণ করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা মহাদেবের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করেন। শিবপূজার সময় বেলপাতা অর্পণের সঙ্গে 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র উচ্চারণ করার রীতিও প্রচলিত।

শ্রাবণ মাসে শিবমন্দিরে গেলে সবচেয়ে বেশি যে মন্ত্রটি শোনা যায়, তা হল—'ওঁ নমঃ শিবায়'। শিবভক্তদের কাছে এটি অত্যন্ত পবিত্র মন্ত্র। ভক্তরা বিশ্বাস করেন, নিয়মিত এই মন্ত্র জপ করলে মন শান্ত হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি একাগ্রতা বাড়ে। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি, ধূপের গন্ধ এবং 'ওঁ নমঃ শিবায়' ধ্বনি শ্রাবণের ধর্মীয় পরিবেশকে আরও গভীর করে তোলে।

শ্রাবণ মানেই বর্ষা। প্রকৃতি তখন নতুন রূপে সেজে ওঠে। গাছপালা সবুজ হয়ে যায়, নদী-খাল-বিল জলে পরিপূর্ণ হয়। এই বর্ষার সঙ্গে শিব আরাধনারও এক গভীর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। প্রকৃতির এই নবজাগরণের সময় মানুষও যেন আধ্যাত্মিকতার দিকে আরও বেশি ঝুঁকে পড়ে। বৃষ্টিভেজা সকালে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি এবং ধূপের গন্ধ এক অন্যরকম পরিবেশ তৈরি করে।

শ্রাবণ মাসের শিবপূজা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, অনেক ক্ষেত্রেই এটি সামাজিক মিলনেরও অন্যতম মাধ্যম। মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে একে অপরের সঙ্গে দেখা হয়, পরিচিতদের সঙ্গে কথা হয়। অনেক এলাকায় স্থানীয় মানুষ নিজেরাই মন্দির পরিষ্কার করেন, পুজোর আয়োজন করেন এবং ভক্তদের জন্য পানীয় জল ও প্রসাদের ব্যবস্থা করেন।

কোনও কোনও জায়গায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও এগিয়ে আসে। ভক্তদের জন্য জল, খাবার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে মানবিকতার একটি সুন্দর সম্পর্কও তৈরি হয়। মহাদেবের আরাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর সরলতা। বিশ্বাস অনুযায়ী, সামান্য জল ও কয়েকটি বেলপাতা দিয়েও আন্তরিকভাবে শিবের পুজো করা যায়। বড় আয়োজনের প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন ভক্তি ও বিশ্বাস। এই কারণেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ শ্রাবণ মাসে শিবের আরাধনায় অংশ নেন। ধনী-দরিদ্র, শহর-গ্রাম নির্বিশেষে শিবমন্দিরে একই সারিতে দাঁড়িয়ে জল ঢালেন ভক্তরা।

সময় বদলেছে। বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা। প্রযুক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছে। তবুও শ্রাবণ মাসের শিবপূজার ঐতিহ্য আজও অটুট। শহরের ব্যস্ত মানুষও সময় বের করে মন্দিরে যান। অনেকে বাড়িতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে পুজো করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও শ্রাবণ মাস ও শিবপূজা ঘিরে নানা ছবি, শুভেচ্ছা ও ধর্মীয় বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়েও প্রাচীন এই ধর্মীয় ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের মধ্যে নিজের জায়গা ধরে রেখেছে।

শ্রাবণ মাসের শিবপূজা শুধু ধর্মীয় আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে রয়েছে সংযম, ধৈর্য, আত্মশুদ্ধি ও মানবিকতার শিক্ষা। মহাদেবের জীবন ও দর্শন মানুষকে সরলতা, ত্যাগ এবং সহনশীলতার কথাও মনে করিয়ে দেয়। শ্রাবণের বৃষ্টি যেমন প্রকৃতিকে ধুয়ে নতুন করে সাজিয়ে তোলে, তেমনই ভক্তদের বিশ্বাস—শিবের আরাধনা মানুষের মনকেও পরিশুদ্ধ করে।

সব মিলিয়ে শ্রাবণ মাস বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিশেষ অধ্যায়। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি, শিবের মাথায় জল, বেলপাতার অর্ঘ্য, ধূপের গন্ধ আর 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি মিলিয়ে শ্রাবণ হয়ে ওঠে বিশ্বাস ও ভক্তির এক অনন্য সময়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই ঐতিহ্য আজও মানুষের হৃদয়ে সমানভাবে জায়গা করে আছে। আর তাই শ্রাবণ এলেই বাংলার পথে-ঘাটে, গ্রাম-মহল্লায় আবারও শোনা যায় সেই চিরপরিচিত ধ্বনি—'হর হর মহাদেব!'

ধরিত্রী-নান্দনিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার সমাপ্তি অনুষ্ঠান

কোচবিহার: কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে গত ২৬ জুলাই, রবিবার সন্ধ্যায় এক বর্ণাঢ্য ও মহাসমারোহ আয়োজনের মধ্য দিয়ে সফলভাবে শেষ হলো 'ধরিত্রী-নান্দনিক সাংস্কৃতিক সংস্থা'র বর্ণময় দশম বর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। দিনভর নানা আকর্ষণীয় পরিবেশনা, বিশিষ্টজনদের উপস্থিতি এবং উপচে পড়া দর্শকের ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে পুরো অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ।

সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রবীণ নাগরিক ও আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার, কবি মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল, কবি সুচিস্মিতা চক্রবর্তী, কবি ও লেখিকা শীলা সরকার, অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ সরকার, কিশোরনাথ চক্রবর্তী, কবি গৌতমকুমার ভাদুড়ি, 'উত্তর প্রসঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক দেবব্রত চাকী এবং সংস্থার সভানেত্রী শ্রীমতী ভূপালী রায়।

উদ্বোধনী পর্বে সংস্থার সমস্ত সদস্য ও সদস্যাদের হাতে দশম বর্ষের বিশেষ স্মারক তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া, সংস্থার প্রতি বিশেষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ স্মারক সম্মাননা দেওয়া হয় অবয়ব সরকার, নীরোজ কান্তি ঘোষ, নীলাদ্রি বিশ্বাস, প্রদীপ ঝাঁ, কৌশিক দাস, পপি রায় এবং 'উত্তর প্রসঙ্গ' পত্রিকা গোষ্ঠীকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান সংস্থার সভানেত্রী শ্রীমতী ভূপালী রায়। উদ্বোধনী পর্বের সমবেত সঙ্গীতের সফল পরিচালনার জন্য সংস্থার সহ-সভানেত্রী শ্রীমতি শুক্লা ঘোষকেও বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'বন্দেমাতরম্-১৫০' পর্ব। এই পর্বে বিশেষ স্মারক বক্তৃতা দেন 'উত্তর প্রসঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী দেবব্রত চাকী। তাঁর বক্তব্যের পরই সংস্থার শিল্পীবৃন্দ কোরাসে বন্দেমাতরম্ গীত পরিবেশন করেন, যা পরিচালনা করেন শ্রীমতী সজ্ঞমিত্রা রায়। এই বিশেষ পর্বে ডাঃ আশুতোষ চক্রবর্তী, শ্রী ইন্দ্রমোহন রাভা ও ডঃ ফনীন্দ্রনাথ রায় সহ অন্যান্য লেখক এবং সম্পাদক ও উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতিগণের হাত দিয়ে লঞ্চ হয় 'উত্তর প্রসঙ্গ'-এর বিশেষ বর্ষা সংখ্যা।

সেদিনের সাংস্কৃতিক আয়োজনে দেশের সংস্কৃতি জগতের স্মরণীয় ব্যক্তিত্বদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রী হীরক ভট্টের পরিচালনায় সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে স্মরণ করা হয় দুই কালজয়ী সঙ্গীত স্রষ্টা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও ভূপেন হাজারিকাকে। পাশাপাশি, সদ্য প্রয়াত কিংবদন্তি শিল্পী আশা ভোঁসলের উদ্দেশ্যে একক গানে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অন্যদিকে, কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে তাঁর শতবর্ষে শ্রদ্ধা জানানো হয় একটি মনোজ্ঞ কবিতা কোলাজের মাধ্যমে। এই পরিবেশনায় অংশ নেন কেয়া সরকার, নিতু দাস, লীলা বক্সি, অর্পিতা গোস্বামী, শ্রেয়স দে, প্রত্যয় সরকার, মিতালী চাকী সরকার এবং ভাষ্যে ছিলেন প্রসাদ দাস।

মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে সংস্থার শিল্পীরা এক আকর্ষণীয় নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। সহ-সম্পাদিকা প্রজ্ঞাপারমিতা সরকারের পরিচালনায় নৃত্য পরিবেশন করেন অহনা, অঙ্কুশ, ব্রীজু, বিপাশা, উর্মি, পপি রায়, পিংকি রায়, নিতু দাস ও স্বয়ং প্রজ্ঞাপারমিতা সরকার।

অনুষ্ঠানের গায়কী পর্বে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন ললিতা দে, উমা বর্মন, জয়শ্রী সরকার ও পায়েল দাস। এছাড়া হীরক ভট্ট ও ইতু সরকারের একটি দ্বৈত সঙ্গীত দর্শকদের মুগ্ধ করে। সমস্ত গানে তবলায় চমৎকার সঙ্গত করেছেন সন্দীপন ভট্ট। মূল পরিবেশনাগুলোর পাশাপাশি আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে কোচবিহারের দুটি সাংস্কৃতিক সংস্থা 'রবিবাসর' (সমবেত সঙ্গীত) এবং 'আনন্দ লহড়ী' (নৃত্য) অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।

পুরো অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সাবলীল ও সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন মিতালী চাকী সরকার ও ইতু সরকার। নান্দনিক পরিবেশনা ও আবেগমথিত উপস্থাপনায় কোচবিহারের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক সন্ধ্যা হয়ে রইল এই আয়োজন।

মহেঞ্জোদারোর শেষ মানুষেরা—যেখানে সিন্ধু আজও বয়ে যায়

বই রিভিউ

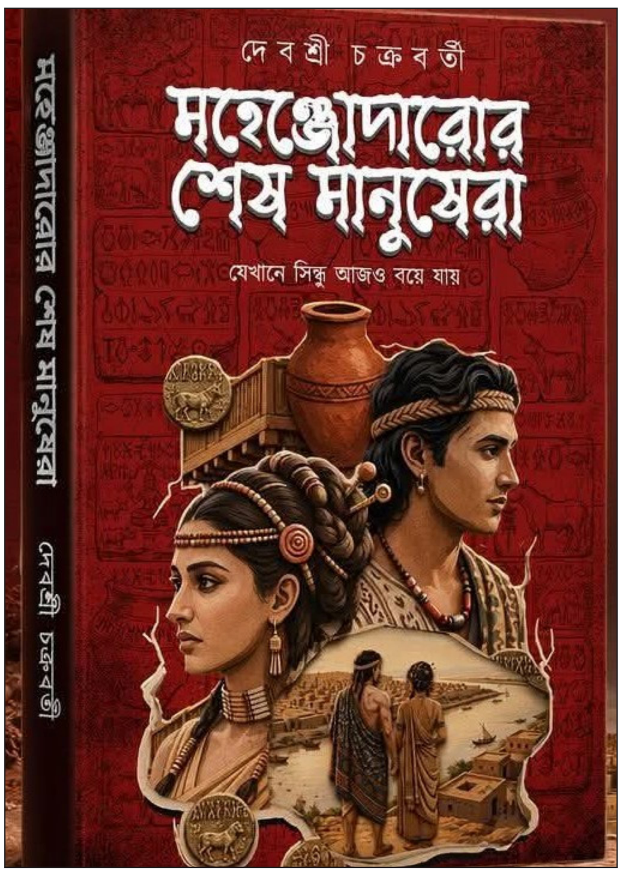

পুস্তক পর্যালোচোনায় পার্থ নিয়োগী

মহেঞ্জোদারো—নামটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মানবসভ্যতার এক বিস্ময়কর অধ্যায়। পাঁচ হাজার বছর আগে যে নগর সভ্যতা উন্নত নগরপরিকল্পনা, নিকাশি ব্যবস্থা, বাণিজ্য ও সংস্কৃতির অনন্য নিদর্শন রেখে গিয়েছে, তার ধ্বংসাবশেষে আজও আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক অমীমাংসিত প্রশ্নের মতো। সেই প্রশ্নের সূত্র ধরেই দেবশ্রী চক্রবর্তীর উপন্যাস মহেঞ্জোদারোর শেষ মানুষেরা, যেখানে সিন্ধু আজও বয়ে যায় অতীত ও বর্তমানের মধ্যে নির্মাণ করেছে এক দীর্ঘ, রহস্যময় ও বেদনামথিত সেতু।

এই উপন্যাসকে নিছক ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞায় বাঁধা কঠিন। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, রাজনীতি, মানবপাচার, পরিচয়-সংকট এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম—বিভিন্ন স্তর একসঙ্গে মিশে তৈরি হয়েছে এর কাহিনির পরিসর। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ থেকে ভারত, আফগানিস্তান ও যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া হয়ে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জনপদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে আখ্যানের ভৌগোলিক পরিধি।

উপন্যাসটির অন্যতম আকর্ষণ এর বহুস্তরীয় সময়বিন্যাস। একদিকে রয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের সিন্ধু সভ্যতার জীবন ও মহেঞ্জোদারোর অন্তিম দিনগুলি, অন্যদিকে রয়েছে মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও তাঁর সময়, এবং বর্তমান প্রজন্মের অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাহিনি। সময়ের এই বিচ্ছিন্ন পর্বগুলিকে লেখক একটি অদৃশ্য স্রোতে যুক্ত করেছেন। সেই স্রোত যেন সিন্ধু নদীরই প্রতীকী প্রবাহ—যে নদী যুগের পর যুগ পেরিয়ে আজও বয়ে চলেছে।

কাহিনির কেন্দ্রীয় রহস্যের সূত্রপাত বাংলাদেশের একটি পাঁচতারা হোটেলে এক আদিবাসী কন্যা 'লালতি'র রহস্যময় হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে। প্রথমে ঘটনাটি একটি সাধারণ অপরাধ বলে মনে হলেও তদন্ত এগোতে থাকলে তার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে মানবপাচার, অঙ্গ-ব্যবসা, ক্ষমতার অদৃশ্য নেটওয়ার্ক এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থের নানা স্তর। সেই অনুসন্ধানের পথ শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় সুদূর সিন্ধু প্রদেশে। ফলে একটি সমকালীন অপরাধকাহিনি ক্রমশ পরিণত হয় হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত এক বৃহত্তর রহস্যে।

লেখকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানগুলির একটি হল—সিন্ধু সভ্যতার মানুষের উত্তরাধিকার কি আজও কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে জীবন্ত রয়েছে? মহেঞ্জোদারোর শেষ পর্যায়ে যারা এই ভূমি ছেড়ে অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল, তাদের বংশধররা কি আজও কোথাও ছড়িয়ে আছে? প্রাচীন সিন্ধুলিপির সঙ্গে ভারতের কোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা ও প্রতীকচিহ্নের সম্ভাব্য সাদৃশ্যের প্রশ্নটিও সেই অনুসন্ধানকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

এখানে অবশ্য একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার এখনও নিশ্চিতভাবে সম্ভব হয়নি। ফলে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে যে কোনো পুনর্গঠনেই অনুমান ও কল্পনার অবকাশ রয়েছে। দেবশ্রী চক্রবর্তী সেই অন্ধকার অঞ্চলেই উপন্যাসের আলো ফেলেছেন। তাঁর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক উপাদানের ভিত্তিতে কল্পনার সঙ্গে তথ্যকে মিলিয়ে তিনি অতীতের একটি সম্ভাব্য ছবি নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। এই জায়গাতেই বইটির সাহিত্যিক স্বাধীনতা এবং ইতিহাসভিত্তিক অনুসন্ধানের সীমারেখা পাশাপাশি উপস্থিত।

উপন্যাসটির আরেকটি শক্তিশালী দিক হল সিন্ধু প্রদেশের বর্তমান সামাজিক বাস্তবতার প্রতি লেখকের দৃষ্টি। সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের অস্তিত্বসংকট, নারী ও শিশু পাচার, ধর্মান্তরের চাপ, মানবপাচার এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার সংগ্রাম কাহিনিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে মহেঞ্জোদারো এখানে শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্য নয়—একটি জীবন্ত উত্তরাধিকার, যার সঙ্গে বর্তমানের মানুষের পরিচয়, স্মৃতি ও অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে।

'শেষ মানুষ' ধারণাটিও তাই উপন্যাসে বহুমাত্রিক অর্থ বহন করে। তারা শুধু কোনো হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন জনগোষ্ঠীর উত্তরসূরি নয়; তারা সেই সমস্ত মানুষ, যাদের ইতিহাস ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে, যাদের সংস্কৃতি ও পরিচয় ক্রমাগত চাপের মুখে, যারা বৃহত্তর ক্ষমতার রাজনীতির কাছে অসহায়। মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তূপ তাই হয়ে ওঠে তাদের অস্তিত্বের এক প্রতীকী আয়না।

লেখকের ভাষায়, মহেঞ্জোদারো কেবল ইট-পাথরের ধ্বংসস্তূপ নয়; এটি একটি সভ্যতার স্মৃতি। এই উপলব্ধিই বইটির মর্মকথা। অতীতকে জানার আকাঙ্ক্ষা এখানে বর্তমানকে বোঝার প্রয়োজনের সঙ্গে মিশে যায়। ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপের ফাঁক দিয়ে বর্তমানের মানুষ, তার ভয়, তার স্বপ্ন এবং তার বেঁচে থাকার লড়াই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

তবে বইটির কিছু ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য পাঠকের কাছে প্রশ্নও তৈরি করতে পারে। বিশেষত প্রাচীন জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার, তথাকথিত 'আর্য-আক্রমণ', সিন্ধুলিপির সম্ভাব্য পাঠ এবং আধুনিক ভূরাজনীতির সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাসের সম্পর্ক—এসব বিষয়ে উপন্যাসের কল্পনা ও প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক তথ্যকে আলাদা করে দেখা জরুরি। সাহিত্যিক আখ্যান হিসেবে এই প্রশ্নগুলির অনুসন্ধান নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়; কিন্তু ইতিহাসের চূড়ান্ত সত্য হিসেবে এগুলিকে গ্রহণ করার আগে পাঠকের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। এই দ্বৈত পাঠই সম্ভবত গ্রন্থটির আলোচনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

সব মিলিয়ে মহেঞ্জোদারোর শেষ মানুষেরা—যেখানে সিন্ধু আজও বয়ে যায় একটি বৃহৎ ক্যানভাসের উপন্যাস। এখানে মৃত নগরী কথা বলে, প্রত্নতাত্ত্বিকের জীবন ইতিহাসের সঙ্গে মিশে যায়, বর্তমানের অপরাধের সূত্র পৌঁছে যায় প্রাচীন সভ্যতার দরজায়, আর সিন্ধু নদ হয়ে ওঠে সময়ের এক অনন্ত প্রতীক।

এই উপন্যাসের সবচেয়ে বড় সাফল্য সম্ভবত এখানেই—এটি পাঠককে শুধু মহেঞ্জোদারোর অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় না, বরং প্রশ্ন করতে শেখায় বর্তমানকে। ইতিহাস কি সত্যিই মৃত? একটি সভ্যতা কি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার পরও বেঁচে থাকে মানুষের স্মৃতি, সংস্কৃতি, ভাষা ও রক্তের ধারায়? আর যে মানুষদের ইতিহাসের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তাদের অস্তিত্ব কি একদিন সম্পূর্ণ মুছে যাবে?

শেষ পর্যন্ত সিন্ধু নদীর মতোই বইটির অন্তর্নিহিত প্রশ্নও থেমে থাকে না। সময় বয়ে যায়, সভ্যতা বদলায়, মানুষ হারিয়ে যায়—তবু স্মৃতি থেকে যায়।

'মহেঞ্জোদারোর শেষ মানুষেরা' তাই শুধু একটি মৃত নগরীর গল্প নয়; এটি হারিয়ে যেতে বসা মানুষের গল্প, উত্তরাধিকারের গল্প এবং ইতিহাসকে নতুন করে পড়ার এক সাহসী সাহিত্যিক প্রয়াস।

সিন্ধু বয়ে যায়—কখনও তার জলে ইতিহাসের ধুলো, কখনও অশ্রু, কখনও রক্তের স্মৃতি। কিন্তু তার প্রবাহ থামে না। সেই প্রবাহের সঙ্গেই যেন লেখক পাঠককে শুনিয়ে দেন এক অমোঘ প্রশ্ন—সভ্যতা হারিয়ে যায়, নাকি তার মানুষদের মধ্যেই তার শেষ আলো জ্বলে থাকে?

আর এই প্রশ্নের উত্তর জানতে পড়তেই হবে এই অসাধারন বইটিকে। তবে শেষে যে কথাটি না বললেই নয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই বইটি ইতিহাস হয়ে থাকলে তাতে বিন্দুমাত্র অবাক হবার কিছু নেই। কারন দেবশ্রী চক্রবর্তী বইটি লেখার জন্য যে নিরন্তন গবেষনা ,পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন তা বর্তমান সময়ে একটু দুর্লভও বটে।

বইয়ের লেখক: দেবশ্রী চক্রবর্তী
প্রকাশক: বসাক বুক স্টোর প্রাঃ লিঃ

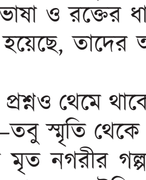

দোকান কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে বিজেপির দুই পক্ষের বিবাদ, ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দোকান কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে বিজেপির দুই পক্ষের বিবাদ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দিনহাটার মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূতকুড়া মা লক্ষ্মীর বাজার এলাকা। গত ২০ অগাস্ট বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ঘটনার পর এক বিজেপি নেতাকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, একটি দোকান কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে বিজেপির দুই পক্ষের মধ্যে বুধবার থেকেই কথাকাটাকাটি চলছিল। বৃহস্পতিবার সেই বিবাদ আরও তীব্র আকার নেয়। অভিযোগ, বিজন বর্মন, যিনি বিজেপির যুব মোর্চার অঞ্চল জিএস হিসেবে পরিচিত এবং অধীর চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে অনন্ত বর্মন নামে এক বিজেপি কর্মীর দোকানে দলীয় পতাকা লাগানো হয়। ওই দোকানটি বিক্রির কথা ছিল বলেও জানা গিয়েছে।

অভিযোগ, দোকানটিতে ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাজার এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ভেটাগুড়ি ক্যাম্পের পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ আধিকারিকরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর অধীর চন্দ্র রায়কে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দোকানটির মালিকানা ও কেনাবেচা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কী কারণে বিরোধের সূত্রপাত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির অন্দরেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ সামনে এসেছে। যদিও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বক্তব্য এখনও বিস্তারিতভাবে জানা যায়নি। দোকান কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে এই বিবাদকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে পুলিশ।

ছাগল চুরি দেখে ফেলায় নাবালককে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: ছাগল চুরি করতে দেখে ফেলায় এক নাবালককে খুনের অভিযোগ উঠল মালদার কালিয়াচকে। গত ১৮ অগাস্ট মঙ্গলবার দুপুরে কালিয়াচক-১ ব্লকের সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চামাগ্রাম বাগানপাড়া সংলগ্ন একটি লিচুবাগান থেকে ফাহিম শেখ নামক এক নাবালকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, শ্বাসরোধ করে খুনের পর ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে দেখাতে দেহ গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ঘটনায় জড়িত সন্দেহে জসিম শেখ নামে এক যুবককে আটক করে কয়েক জন বাসিন্দা মারধর করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে জসিমকে আটক করে পুলিশ।

ফাহিমের পরিবারের দাবি, এলাকার কয়েক জনকে ছাগল চুরি করতে দেখে ফেলেছিল সে। সেই কারণেই তাকে খুন করা হয়েছে। তবে ছাগল চুরির সঙ্গে নাবালকের মৃত্যুর সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ব্রাউন সুগার তৈরির বিশাল চক্রের সন্ধান

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালবাজার: নাগরাকাটার প্রাণকেন্দ্রে যৌথ অভিযান চালিয়ে সম্প্রতি এক ব্রাউন সুগার তৈরির বিশাল চক্রের সন্ধান পেয়েছে মালবাজার পুলিশ ও এসএসবি। এই ঘটনায় মূল পান্ডাসহ দুজনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত প্রধান অভিযুক্ত রণজিত কুমার সিকদার পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক এবং অন্যজন তাঁর সহযোগী ধীরাজ মোহন্ত। নাগরাকাটায় একটি ভাড়া বাড়িতে থেকে এই অবৈধ কারবার চালানো হতো। পুলিশ তল্লাশিতে প্রায় ৬৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার, দুটি ৫০০ টাকার জাল নোট, নগদ ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা এবং মাদক প্যাকিংয়ের সামগ্রী উদ্ধার করেছে। শিক্ষকতার আড়ালে এই ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, এবং পুলিশ জানিয়েছে যে একটি ড্রাগ-মুক্ত মহকুমা গড়তে এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে।

জটেশ্বর ও ফালাকাটা অঞ্চলে উচ্ছেদ আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফালাকাটা: বীরপাড়া থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত ২৫.৫ কিলোমিটার ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দুই লেন থেকে চার লেনে রূপান্তর করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ডিটেলড প্রজেক্ট রিপোর্ট ও সমীক্ষার জন্য কনসালটেন্সি সংস্থা নিয়োগের টেন্ডার নোটিশ প্রকাশের পর জটেশ্বর ও ফালাকাটা অঞ্চলে তীব্র উচ্ছেদ আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সামনেই শারদোৎসব, আর তার ঠিক আগে এই খবরে ফালাকাটা, জটেশ্বর ও বীরপাড়ার কয়েক হাজার ব্যবসায়ী চরম রুটিরুজির সংকটে পড়েছেন, কারণ ২০১৭ সালে রাস্তা চওড়া করার সময় বহু দোকানঘর ভাঙা পড়ার ক্ষত এখনও তাজা। জাতীয় সড়কের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন-১০'এর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জিতেন্দ্র প্যাটেল জানান যে পুরো প্রক্রিয়াটি বর্তমানে একদম প্রাথমিক স্তরে রয়েছে এবং কেবল সমীক্ষা ও ডিপিআর তৈরির জন্যই এই টেন্ডার ডাকা হয়েছে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নেবে। এদিকে, ফালাকাটা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি হাজার হাজার ব্যবসায়ীর স্বার্থ ও রুটি-রুজি যাতে সুরক্ষিত থাকে, সে বিষয়ে তারা প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা করবেন।

২৯ অগাস্ট এসআইটিতে ইন্টার-স্কুল ক্যুইজ

বিজয়ী দলগুলির জন্য থাকছে মোট ১ লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার

ভাস্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গের স্কুলপড়ুয়াদের মেধা ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটাতে ফের হতে চলেছে মেগা ইন্টার-স্কুল ক্যুইজ প্রতিযোগিতা 'নলেজ নকআউট সিজন-৩'। শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এসআইটি) ও টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন। সম্প্রতি শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা এই ক্যুইজ কার্নিভালের আনুষ্ঠানিক সূচি ঘোষণা করেন।

আগামী ২২ থেকে ২৬ অগাস্ট পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে প্রিলিমিনারি রাউন্ড হবে। প্রাথমিক পর্বে সফল দলগুলিকে নিয়ে আগামী ২৯ অগাস্ট, শনিবার এসআইটি ক্যাম্পাসে হবে গ্র্যান্ড ফিনালে। বিজয়ী দলগুলির জন্য থাকছে মোট ১ লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার।

এসআইটির ভাইস প্রিন্সিপাল ড. অরুন্ধতী চক্রবর্তী জানান, উত্তরবঙ্গের প্রায় ৯০টিরও বেশি স্কুলের অংশগ্রহণে এই মঞ্চটি তৈরি হচ্ছে। পড়ুয়াদের যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা ও সুস্থ মেধার বিকাশ ঘটানোই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এসআইটির প্রিন্সিপাল ড. জয়দীপ দত্ত, প্রতিযোগিতা পরিচালন কমিটির চেয়ারপার্সন তথা এসআইটির ভাইস প্রিন্সিপাল ড. অরুন্ধতী চক্রবর্তী, এবং প্রতিযোগিতার দুই মুখ্য আহ্বায়ক সহকারী অধ্যাপক পারমিতা চৌধুরী ও রত্নাঙ্কুর মজুমদার।

পাহাড়ে ধস নেমে অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: সেবকের করোনেশন ব্রিজের কাছে পাহাড়ে ধস নামায় গত ১৯ অগাস্ট বুধবার সকাল থেকে দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক। ধসের জেরে ব্রিজের দু'পাশে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়। সন্ধ্যার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

টানা বৃষ্টির জেরে মংপংয়ের কাছে পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর ও বোল্ডার রাস্তার উপর নেমে আসে। ফলে ডুয়ার্স, গরুবাথান, লাভা ও লোলেগাঁওয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যাহত হয়। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করে এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পাথর সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

অন্যদিকে, ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক খোলা থাকায় কালিম্পং ও সিকিমের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় ছিল। তবে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় বিকল্প পথে যান চলাচলের চাপ কিছুটা বেড়ে যায়। পরে রাস্তা পরিষ্কার হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

গাছ কাটার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচির প্রচারের মাঝেই মালদা শহরের উপকণ্ঠ বাগবাড়ি বাঁধে নির্বিচারে গাছ কাটার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি গঙ্গার জল ও বন্যার হাত থেকে শহরকে রক্ষা করতে প্রায় ৩০ বছর আগে এই বাঁধটি তৈরি করা হলেও বর্তমানে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা ২০ থেকে ২৫ বছরের পুরোনো বহু নিম, আকাশমণি, শিশু, তাল, খেজুর ও শিমুল গাছ কেটে ফেলছে এবং সেই কাঠ স্থানীয় করাতকলে চোরাই করছে বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীদের ভয়ে এলাকাবাসী মুখ খুলতে না পারলেও, এই ঘটনায় ইংরেজবাজারের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি ও পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেচ দপ্তরের মন্ত্রী জয়েল মুর্মু বিষয়টি বন দপ্তরকে জানিয়েছেন।

সীমান্তে মহিলাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: ঘাস কাটতে গিয়ে ধর্ষিতা হলেন এক মহিলা! এমনকি ধর্ষণের পরে ওই মহিলাকে গলা কেটে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে।

সূত্রের খবর, গত ১৯অগাস্ট বুধবার বিকেলে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের দৌলতনগর গ্রামের দুই মহিলা বাংলা-বিহার সীমানা লাগোয়া বিহারের আমেদাবাদ থানার গোবিন্দপুর এলাকায় ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেখানেই এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবক তাঁদের পথ আটকান। এক মহিলাকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে অন্য জন বাধা দেন। তখন তাঁকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপানো হয় বলে অভিযোগ।

অভিযোগ, সেই সুযোগে মহিলাকে কাশবনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পরে খুন করা হয় বলে। আহত মহিলা তৎক্ষণে কোনওরকমে গ্রামে ফিরে গিয়ে ঘটনার কথা জানান। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই মহিলার দেহ দেখতে পান।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর ও আহমেদাবাদ থানার পুলিশ। এ ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার দুপুরে দৌলতনগরের বাসিন্দাদের একাংশ বাংলা-বিহার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। দোষীর ফাঁসির দাবিতে সরব হন বিক্ষোভকারীরা। ঘটনার তদন্ত চলছে।

কোয়ার্টার ফাইনালে সাত্ত্বিক-চিরাগ ও ত্রিসা-গায়ত্রী জুটি

বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: ২০২৬ সালের বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ২০ অগাস্ট দারুণ পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন ভারতের পঞ্চম বাছাই জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে মালয়েশিয়ার জুনায়েদি আরিফ ও রয় কিং ইয়াপের বিরুদ্ধে প্রথম গেমে ২১-২৩ পয়েন্টে হেরে গেলেও, দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরের দুটি গেম ২১-১৯ ও ২১-১৭ পয়েন্টে জিতে নেন তাঁরা। কোয়ার্টার ফাইনালে এই ভারতীয় জুটি চীনের তৃতীয় বাছাই জুটি লিয়াং ওয়েই কেং এবং ওয়াং চাংয়ের মুখোমুখি হবে। অন্যদিকে, দিনের শুরুতে মহিলাদের ডাবলসের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানের সপ্তম বাছাই রিন ইওয়ানাগা ও কি নাকানিশিকে সরাসরি ২১-১৬, ২১-১২ গেমে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন ভারতের ত্রিসা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাদ জুটি; শেষ আটে তাঁরা মুখোমুখি হবেন চীনের চতুর্থ বাছাই জিয়া ই ফান ও ঝাং শু জিয়ানের।

তবে টুর্নামেন্টে মিশ্র দিনের মুখে পড়েছে ভারতীয় শিবির। মহিলাদের একক বিভাগের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে লড়াই করেও চীনের তৃতীয় বাছাই ওয়াং ঝি ইয়ের কাছে ১১-২১, ২১-১৫, ১৭-২১ গেমে হেরে বিদায় নিয়েছেন সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পি ভি সিন্ধু। পুরুষদের এককের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার আলউই ফারহানের কাছে ১৯-২১, ১১-২১ গেমে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছেন ভারতের উদীয়মান শাটলার আয়ুশ শেঠি। পাশাপাশি, মিশ্র ডাবলসের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে চীনের গুও শিন ওয়া ও চেন ফাং হুইয়ের জুটির কাছে ১৬-২১, ৫-২১ গেমে হেরে গেছেন ভারতের ধ্রুব কাপিলা ও তনিষা ক্রাস্টো জুটি।

এশিয়ান প্যারা গেমস-এ নির্বাচিত অরুণাচলের অ্যাথলেট টিংং

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইটানগর: ২০২৬ সালের এশিয়ান প্যারা গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন অরুণাচল প্রদেশের 'সিএম এসে' অ্যাথলেট টিংং ওয়াংপান। পুরুষদের ৪০০ মিটার টি৩৭ বিভাগে দেশের হয়ে লড়বেন তিনি। ওয়াংপানের এই সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় অরুণাচলের উপমুখ্যমন্ত্রী চৌনা মেইন জানিয়েছেন যে, তাঁর এই গৌরবজনক অর্জন তাঁর অদম্য কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও দৃঢ়সংকল্পের ফল। এদিকে, এশিয়ান প্যারা গেমসের প্রস্তুতি হিসেবে ভারতীয় ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ ৫১ জন পুরুষ এবং ২০ জন নারী অ্যাথলেটের সমন্বয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের তালিকা প্রকাশ করেছে। ব্যাঙ্গালুরু, দিল্লি ও সনিপতস্থিত এসএআই কেন্দ্রগুলিতে এই বিশেষ ক্যাম্প পরিচালিত হবে।

পাকিস্তানকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে হকি বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন

আমস্টেলভিন: নেদারল্যান্ডসের আমস্টেলভিনে আয়োজিত এফআইএইচ হকি বিশ্বকাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৫-৩ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে টুর্নামেন্টের পরবর্তী বা দ্বিতীয় রাউন্ডে নিশ্চিত জায়গা করে নিয়েছে ভারতীয় দল। ১৯ অগাস্ট এই হারের ফলে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে পাকিস্তানকে।

দুর্দান্ত ও রোমাঞ্চকর এই ম্যাচের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে মাত্র নয় মিনিটের মধ্যে উভয় দল মিলে মোট চারটি গোল করে। ভারতের জয়ে দারুণ ভূমিকা রেখে অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং দুটি এবং হার্দিক সিং দুটি গোল করেন, আর বাকি একটি গোল আসে অভিষেকের STICK থেকে। এর আগে টুর্নামেন্ট শুরু করে ওয়েলসের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জয় পেলেও ইংল্যান্ডের কাছে ৪-২ গোলে হেরেছিল ভারত। শেষ পর্যন্ত গ্রুপ 'ডি' থেকে ভারত ও ইংল্যান্ড পরবর্তী রাউন্ডে উন্নীত হয়েছে, আর পাকিস্তান টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল।

পশ্চিমবঙ্গে সিগ্রামস এক্সক্লামেশন লঞ্চ করল পার্নড রিকার্ড ইন্ডিয়া

কলকাতা/শিলিগুড়ি: পশ্চিমবঙ্গে সিগ্রামস এক্সক্লামেশন লঞ্চ করল পার্নড রিকার্ড ইন্ডিয়া। এটি গত তিন দশকের মধ্যে কোম্পানির সবচেয়ে বড় উদ্ভাবন, যা দেশের প্রথম মাল্টি-ক্যাটাগরি ব্র্যান্ড হিসেবে হুইস্কি, ভদকা, জিন, রাম এবং ব্র্যান্ডি, এই পাঁচটি ভিন্ন স্পিরিট ক্যাটাগরিকে একই প্রিমিয়াম অ্যাডমিক্স সেগমেন্টে এবং একটি নির্দিষ্ট অভিন্ন মূল্যে নিয়ে এসেছে। ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সি তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের লক্ষ্য করে তৈরি এই ব্র্যান্ডটি এমন এক সময়ে বাজারে এসেছে যখন প্রতিবছর দুই কোটিরও বেশি মানুষ আইনি ভাবে মদ্যপানের বয়সে প্রবেশ করছেন।

কোম্পানির সিইও জঁ তুবুল জানান, ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের গ্রাহকদের বৈচিত্র্যময় পছন্দের কথা মাথায় রেখেই এই অভিনব ব্র্যান্ডটি তৈরি করা হয়েছে, যেখানে গ্লোবাল প্রযুক্তির ছোঁয়ায় সেরা ভারতীয় স্পিরিট একত্রিত করা হয়েছে। স্পেসসাইডের স্কচ মল্ট দিয়ে তৈরি হুইস্কি, ফরাসি ও ভারতীয় আঙুরের মিশ্রণে তৈরি ব্র্যান্ডি, দেশি গুড় ও জ্যামাইকান স্পিরিটের রাম, রাশিয়ান মুনস্টোন প্রযুক্তির ভদকা এবং জার্মান জুনিপার বেরির জিনের মতো আকর্ষণীয় বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে এই ব্র্যান্ড।

এর স্বাতন্ত্র্যসূচক '!' চিহ্নের ডিজাইন রিটেল বাজারে গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে। প্রিমিয়াম অথচ সহজলভ্য মূল্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ইন্দ্রিয়ার নতুন মুখ কৃতি শেট্টি

কলকাতা: আদিত্য বিড়লা জুয়েলারির গয়নার ব্র্যান্ড 'ইন্দ্রিয়া' উৎসবের মরসুমের আগে অভিনেত্রী কৃতি শেট্টিকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটকের সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও তাঁর জনপ্রিয়তা রয়েছে। কৃতি ইন্দ্রিয়ার বরালক্ষ্মী ক্যাম্পেইনের মুখও হয়েছেন।

সমৃদ্ধি, ভক্তি ও পারিবারিক বন্ধনের ভাবনায় তৈরি এই ক্যাম্পেইনে ঐতিহ্য ও আধুনিক ডিজাইনের মেলবন্ধনে তৈরি উৎসবের গয়না তুলে ধরা হয়েছে। টেম্পল জুয়েলারি কালেকশনে রয়েছে নকশি কারুকাজ, দেবী লক্ষ্মীর মোটিফ, পদ্ম, ময়ূর, কাসু-অনুপ্রাণিত নকশা ও মন্দিরের ডিজাইন। অ্যান্টিক গোল্ড ফিনিশ ও রঙিন পাথরের ব্যবহারে তৈরি এই কালেকশনে রয়েছে নেকলেস, দুল, চুড়ি, বাজুবন্দ, কোমরের বিছা ও আংটি।

ক্যাম্পেইনের মূল আকর্ষণ কৃতি শেট্টিকে নিয়ে তৈরি ব্র্যান্ড ফিল্ম। বরালক্ষ্মী উৎসবের প্রস্তুতির আবহে তৈরি এই ছবিতে কৃতি তাঁর শাশুড়ির জন্য সোনার হার বেছে নেন। এর মাধ্যমে ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা, পারিবারিক সম্পর্ক ও উৎসবের আবেগ তুলে ধরা হয়েছে।

ইন্দ্রিয়ার মার্কেটিং ও ভিজ্যুয়াল মার্চেন্ডাইজিংয়ের প্রধান শান্তিস্বরূপ পান্ডা জানান, দক্ষিণ ভারতে গয়না উৎসব, পারিবারিক ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাই ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে আধুনিক ডিজাইনের সঙ্গে তার মেলবন্ধন ঘটানোই এই ক্যাম্পেইনের মূল লক্ষ্য।

কৃতি শেট্টি বলেন, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইন্দ্রিয়ার উৎসবের গয়নার কালেকশনে ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলার সঙ্গে আধুনিক নান্দনিকতার সুন্দর সমন্বয় রয়েছে। বরালক্ষ্মী উৎসব দিয়ে শুরু হওয়া এই ক্যাম্পেইন টেলিভিশন, ডিজিটাল, প্রিন্ট, আউটডোর ও ইন-স্টোরে প্রচার করা হবে।

ওষুধে ১৩৭ কোটি টাকা সাশ্রয় প্ল্যাটিনামআরএক্স-এর মাধ্যমে

PlatinumRx

কলকাতা: বেঙ্গালুরুভিত্তিক প্ল্যাটিনামআরএক্স (PLATINUM-RX) বিকল্প ব্র্যান্ডেড জেনেরিক ওষুধ সরবরাহ করে ভারতীয় পরিবারগুলির ওষুধের খরচ কমাতে কাজ করছে। ইতিমধ্যে প্ল্যাটফর্মটি দেশজুড়ে ১০ লক্ষেরও বেশি রোগীকে পরিষেবা দিয়েছে এবং পরিবারগুলিকে মোট ১৩৭ কোটি সাশ্রয় করতে সাহায্য করেছে।

আইআইএম কলকাতার প্রাক্তনী পীযূষ দীর্ঘদিনের রোগীদের ওষুধের ক্রমবর্ধমান খরচ দেখে প্ল্যাটিনামআরএক্স শুরু করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠিত ওষুধ প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করে মধ্যস্বত্বভোগী কমানো এবং প্রতিটি প্রেসক্রাইব করা ওষুধের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ও কমদামি বিকল্প দেওয়া। পীযূষের কথায়, "মানসম্মত ওষুধ কেনা কোনও বিলাসিতা হওয়া উচিত নয়।" তিন বছর পর প্ল্যাটিনামআরএক্স প্রায় ১০ লক্ষ পরিবারের কাছে পৌঁছেছে। অনেক ক্রনিক রোগী তাঁদের মাসিক ওষুধের খরচ অর্ধেকেরও বেশি কমাতে পেরেছেন। তবে ওষুধের ব্র্যান্ড পরিবর্তনের আগে, বিশেষত দীর্ঘস্থায়ী বা জটিল রোগের ক্ষেত্রে, চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে প্ল্যাটিনামআরএক্স-এর সারা ভারতে ৯টি গুদাম রয়েছে এবং প্রায় ৬০% অর্ডার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ডেলিভারি করা হয়। দেশজুড়ে পরিষেবা আরও দ্রুত করতে সংস্থা আরও ৬টি নতুন গুদাম চালু করার পরিকল্পনা করেছে।

শিলিগুড়ির AINU হাসপাতালে ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব নেফ্রোলজি অ্যান্ড ইউরোলজি তথা AINU হাসপাতালের উদ্যোগে ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহস, আত্মত্যাগ ও অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

হাসপাতাল প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং উত্তরবঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই অঞ্চলের অবদান তুলে ধরা এবং তরুণ প্রজন্মকে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন যারা তাঁদের সম্পর্কে জানানো।

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে উত্তরবঙ্গের অবদান নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এই অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ ক্যুইজের আয়োজন করা হয়। এই ইন্টারেক্টিভ সেশনের মাধ্যমে রোগীরাও এই অঞ্চলের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

শিলিগুড়ির AINU-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং সিনিয়র কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট ডা. জয়দীপ ঘোষ বলেন, “স্বাধীনতা দিবস কেবল আমাদের মুক্তির উদযাপন নয়, এটি এমন অগণিত মানুষের আত্মত্যাগকে স্মরণ করার সুযোগ, যাদের সাহসিকতার কারণে এই স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে। উত্তরবঙ্গের নিজস্ব ইতিহাস এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

শিলিগুড়ির AINU-এর মেডিকেল ডিরেক্টর ডা. বি বিজয় কিরণের বক্তব্য, “ক্যুইজ প্রতিযোগিতার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা সাধারণ মানুষকে এই অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে জানাতে এবং তাদের আমাদের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছি। সেবার মানসিকতাই আমাদের কাজের কেন্দ্রবিন্দু।”

এই উপলক্ষ্যে AINU শিলিগুড়ি, পাহাড় থেকে তরাই; ও শিলিগুড়ি থেকে মালদহ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বীর সেনানীদের স্মরণে ‘নর্থ বেঙ্গল রিমেম্বার্স’ নামে একটি বিশেষ ক্যাম্পেইনের সূচনা করেছে।

এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব নেফ্রোলজি অ্যান্ড ইউরোলজি হাসপাতাল এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, ক্লিনিকাল উৎকর্ষ এবং রোগীর সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি ৬ লক্ষেরও বেশি রোগীর চিকিৎসা করেছে।

চলে এলো মটোরোলার নতুন ‘MOTO G MAX’

শিলিগুড়ি: মোবাইল প্রযুক্তিতে লিডিং গ্লোবাল এবং ভারতের শীর্ষস্থানীয় এআই স্মার্টফোন ব্র্যান্ড MOTOROLA আজ তাদের নতুন স্মার্টফোন ‘MOTO G MAX’ লঞ্চের কথা ঘোষণা করেছে। প্যানটোন কিউরেটেড রঙের সঙ্গে লাক্সারি সাটিন ফিনিশ, সেগমেন্ট সেরা 50 MP সনি লিটিয়া 600 ক্যামেরা সিস্টেম, স্ন্যাপড্রাগন 6S জেন 4 প্রসেসর, 6.72 ইঞ্চি 120 HZ ডিসপ্লে এবং বিশাল 7000 MAH ব্যাটারির সমন্বয়ে তৈরি এই ফোনটি ইউজারদের প্রিমিয়াম ডিজাইন, স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি ব্যাকআপ দেবে।

MOTO G MAX-এর আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে এর প্রিমিয়াম ডিজাইন। যা প্যানটোন স্টারগেজার, প্যানটোন আলাস্কান ব্লু এবং প্যানটোন মালাগা, এই তিনটি আকর্ষণীয় রঙে উপলব্ধ। এর কোয়াড পিক্সেল প্রযুক্তিযুক্ত 50 MP সনি লাইটিয়া মেইন ক্যামেরা, 8 MP আল্ট্রা-ওয়াইড এবং 32 MP সেলফি ক্যামেরা দুর্দান্ত ছবি তুলতে সাহায্য করবে। এর স্ন্যাপড্রাগন 6S জেন 4 প্রসেসর, LPDDR5X RAM, ইউএফএস 3.1 স্টোরেজ এবং এআই RAM বুস্ট গতিশীলতা বাড়াবে। এবং এর 33 W টার্বোপাওয়ার চার্জার সমর্থিত বিশাল 7000 MAH সিলিকন-কার্বন ব্যাটারি, একবার চার্জে 3 দিন পর্যন্ত ব্যাকআপ দেবে।

এর কর্নিং গরিলা গ্লাস 7I, MIL-STD-810H সার্টিফিকেশন এবং IP64 ওয়াটার-রেজিস্ট্যান্ট ডিজাইন মোবাইলের স্থায়ীত্ব বাড়াবে। মটোরোলার ম্যানেজিং ডিরেক্টর টি.এম. নারাসিমহন বলেন, “ MOTO G MAX-এর মাধ্যমে আমরা প্রিমিয়াম ডিজাইন, শক্তিশালী ক্যামেরা এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি একসঙ্গে নিয়ে এসেছি, যা আজকের গতিশীল জীবনযাত্রার সঙ্গে একদম মানানসই।” ফোনটির 6 GB RAM এবং 128 GB স্টোরেজ ভেরিয়েন্টের দাম 27,999 টাকা। তবে 1,000 টাকার ইনস্ট্যান্ট ব্যাংক ডিসকাউন্টের পর এর নেট এফেক্টিভ প্রাইজ দাঁড়াবে 26,999 টাকা। আগামী 20 অগাস্ট, 2026 থেকে ফ্লিপকার্ট, মোটোরোলার ওয়েবসাইট এবং দেশের প্রধান রিটেল স্টোরগুলোতে এটি পাওয়া যাবে।

PWNSAT ২০২৬: ১০০% স্কলারশিপের সুযোগ

শিলিগুড়ি: ফিজিক্সওয়ালা (PW) তাদের বার্ষিক PWNSAT 2026-এর চতুর্থ সংস্করণ ঘোষণা করেছে। JEE ও NEET-এর প্রস্তুতিতে থাকা পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি এবং দ্বাদশ উত্তীর্ণ পড়ুয়ারা বিনামূল্যে এই স্কলারশিপ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন।এবার যোগ্য পড়ুয়ারা ১০০% পর্যন্ত টিউশন ফি ছাড়, ২.৫ কোটি টাকা পর্যন্ত নগদ পুরস্কার এবং সেরা ৫০০ জনের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা ও হোস্টেল সুবিধা পাবেন।

এই পরীক্ষায় যাতে বেশি সংখ্যক পড়ুয়ার অংশগ্রহণ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে পরীক্ষা অনলাইন ও অফলাইন—দুই মাধ্যমেই হবে। অনলাইন পরীক্ষা চলবে ১লা থেকে ১৫ই অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত। অফলাইন পরীক্ষা হবে ৩, ৪, ১০ ও ১১ই অক্টোবর দেশের বিভিন্ন পিডাব্লিউ বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা ও টিউশন সেন্টার-এ।

এছাড়াও, PWNSAT -এ ভালো ফল করা নির্বাচিত পড়ুয়াদের এক্সক্লুসিভ র‍্যাঙ্কার্স গ্রুপ-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত একাডেমিক মেন্টরশিপ ও JEE-NEET প্রস্তুতির দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে।

ফিজিক্সওয়ালাহর প্রতিষ্ঠাতা সিইও আলখ পান্ডে জানান, আর্থিক পরিস্থিতি যাতে কোনও পড়ুয়ার মানসম্মত শিক্ষার পথে বাধা না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

ব্রিকস পর্যটন বৈঠকে যোগ দিতে ভারত সফরে দক্ষিণ আফ্রিকার মন্ত্রী

কলকাতা: আগামী ২১-২২ অগাস্ট ভারতের জয়পুরে আয়োজিত ব্রিকস পর্যটন মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দেবেন দক্ষিণ আফ্রিকার পর্যটন মন্ত্রী প্যাট্রিসিয়া ডি লিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যটনের সিওও ইসমাইল ডকরাত।

এই সফর ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে তুলে ধরবে। গ্লোবাল সাউথ ও ব্রিকস সদস্য হিসেবে উভয় দেশ বাণিজ্য, শিক্ষা ও প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াচ্ছে। পাশাপাশি, ব্রিকস বৈঠকে মন্ত্রী ডি লিলের অংশগ্রহণ প্রধান পর্যটন বাজারে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার অংশীদারিত্ব ও যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার পর্যটন মন্ত্রী প্যাট্রিসিয়া ডি লিল বলেন, “ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার। ব্রিকস এবং পর্যটনের মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার সুযোগ রয়েছে। ২০২৭ সালের আইসিসি বিশ্বকাপ এবং ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন চালু, দুই দেশের মাঝের ভ্রমণ ও পারস্পরিক বন্ধনকে আরও সহজ ও গভীর করবে।”

সাংস্কৃতিক সংযোগ, সাফারি ও বিভিন্ন আকর্ষণের কারণে ভারতীয় ট্রাভেলারদের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা অন্যতম প্রধান গন্তব্য। এই যাতায়াত আরও সহজ করতে এবং অবকাশ, ব্যবসা ও ক্রীড়া পর্যটন বাড়াতে দেশটি ‘টিটিওএস’ ও ‘ইটিএ’-র মতো ভিসার পদ্ধতিকে আরও সহজ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

২০২৭ সালের আইসিসি বিশ্বকাপ এবং ব্রিকস পর্যটন বৈঠক ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও ক্রীড়া পর্যটনকে আরও সুদৃঢ় করবে বলে আশা। পর্যটন মন্ত্রী ডি লিলের এই সফর ভারতের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গভীর করার পাশাপাশি পারস্পরিক যোগাযোগ ও পর্যটন সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচনে দক্ষিণ আফ্রিকার ধারাবাহিক অঙ্গীকারকে তুলে ধরে।

রেস্তোরাঁ সামলাতে সুইগি-র ২৪X৭ এআই ‘গুরু’

কলকাতা: রেস্তোরাঁর অংশীদারদের জন্য ২৪X৭ এআই সহকারী ‘গুরু’ চালু করলো সুইগি। একটি সহজ চ্যাটের মাধ্যমেই রেস্তোরাঁ মালিকরা ব্যবসার তথ্য বিশ্লেষণ, বিক্রি বাড়ানোর পরিকল্পনা, বিজ্ঞাপন ও ডিসকাউন্ট ক্যাম্পেইন পরিচালনা এবং বিভিন্ন অপারেশনাল সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

এতে রয়েছে ২০টিরও বেশি আঞ্চলিক ভাষা, যার মধ্যে বাংলায়ও ব্যবহার করা যাবে গুরু। এর মাধ্যমে রেস্তোরাঁর বিক্রি, অর্ডার, গড় অর্ডার মূল্য (এওভি)-সহ ৩০টিরও বেশি মেট্রিক বিশ্লেষণ করে ব্যবসার কোথায় সমস্যা হচ্ছে এবং কীভাবে তা উন্নত করা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শ পাওয়া যাবে।

এছাড়াও, নতুন মেনু আইটেম যোগ করা, খাবারের বিবরণ তৈরি, জনপ্রিয় খাবার চিহ্নিত করা এবং মেনুর পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করা যাবে। পাশাপাশি ট্যাক্স রিপোর্ট, পেআউটের হিসাব ও অন্যান্য আর্থিক তথ্যও দেখা যাবে।

এবিষয়ে সুইগি ফুড মার্কেটপ্লেস-এর সিইও রোহিত কাপুর জানিয়েছেন, রেস্তোরাঁগুলির দৈনন্দিন কাজ আরও সহজ করতে এআই -কে তাঁদের কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। গুরু দ্রুত সমস্যা সমাধান, ২৪X৭ সহায়তা এবং ব্যবসা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দেবে।

ইতিমধ্যেই ৭২০টিরও বেশি শহরে চালু হচ্ছে গুরু। এর ফলে ছোট স্থানীয় রান্নাঘর থেকে শুরু করে একাধিক শাখার রেস্তোরাঁ—প্রায় ২.৭ লক্ষ রেস্তোরাঁ উপকৃত হবে।

২০২৬-এর শেষে আসছে বিজিএমআই লাইট

কলকাতা: ক্র্যাফটন ঘোষণা করেছে, চলতি বছরের শেষের দিকে ভারতে লঞ্চ হতে চলেছে বিজিএমআই লাইট। আরও বেশি সংখ্যক প্লেয়ারের কাছে গেমের অভিজ্ঞতা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই লাইট ভার্সন তৈরি করা হয়েছে। গেমের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি কম ডাউনলোড সাইজের মাধ্যমে এটিকে আরও সহজলভ্য করা হয়েছে।

অ্যানড্রয়েড ইউজারদের জন্য ২৫ই আগস্ট ২০২৬ থেকে গুগল প্লে-তে বিজিএমআই লাইটের প্রি-রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে। প্রাথমিকভাবে গেমটির ডাউনলোড সাইজ প্রায় ১ জিবি, ফলে তুলনামূলক কম স্টোরেজ ও ডেটা ব্যবহার করেই প্লেয়াররা গেমটি ডাউনলোড করতে পারবেন।

বর্তমান বিজিএমআই প্লেয়ারদের জন্যও রয়েছে সুবিধা। অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার না করেই তাঁরা বিজিএমআই লাইট খেলতে পারবেন। অর্থাৎ, বর্তমান বিজিএমআই অ্যাকাউন্ট অপরিবর্তিত রেখেই আলাদাভাবে বিজিএমআই লাইট অ্যাক্সেস করা যাবে। তবে আইওএস-এ বিজিএমআই লাইট কবে পাওয়া যাবে এবং প্রি-রেজিস্ট্রেশন কবে শুরু হবে, তা পরে জানানো হবে।

বিজিএমআই লাইট সম্পর্কিত আরও তথ্য পাওয়া যাবে গেমটির অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম পেজে। ক্র্যাফটন জানিয়েছে, বিজিএমআই-এর সমস্ত ফ্যানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা হবে।

‘PWNSAT ২০২৬’ দেবে মেধাবী JEE/NEET পরীক্ষার্থীদের বিনামূল্যে শিক্ষা, আবাসন ও নগদ পুরস্কার

খড়্গপুর: মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বপ্নপূরণে ফিজিক্সওয়ালা নিয়ে এলো তাঁদের বার্ষিক স্কলারশিপ ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম ‘PWNSAT ২০২৬’। এবছর তারা স্কলারশিপের চতুর্থ এডিশন শুরুর কথা ঘোষণা করেছে। অনলাইন মোডে ১ থেকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে যেকোনও দিন যেকোনও সুবিধাজনক সময়ে পরীক্ষা দেওয়া যাবে। অফলাইন মোডে পরীক্ষা হবে ৩, ৪, ১০ এবং ১১ অক্টোবর দেশজুড়ে যেকোনও PW বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা ও টিউশন সেন্টারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা যেন কোনও শিক্ষার্থীর সাফল্যের পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এই মূল ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগ শুরু করা হয়েছে বলে

জানিয়েছেন ফিজিক্সওয়ালার প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও অলখ পাণ্ডে। তাঁর বক্তব্য, “প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা সুনিশ্চিত করা এবং আর্থিক অনটন মুছে দিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাসের সাথে লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করাই PWNSAT-এর মূল উদ্দেশ্য।”

PCM ও PCB বিভাগের পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি এবং দ্বাদশ উত্তীর্ণ বা ড্রপআউট শিক্ষার্থীরাও এতে আবেদন করতে পারবে, তাও সম্পূর্ণ নিখরচায়। এই স্কলারশিপে মেধাবীদের জন্য থাকছে ১০০% পর্যন্ত টিউশন ফি মকুব এবং মোট ২.৫ কোটি টাকার নগদ পুরস্কার। শীর্ষ ৫০০ জন পরীক্ষার্থীর জন্য থাকছে ১০০% বিনামূল্যে পড়াশোনার পাশাপাশি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হোস্টেল/আবাসন সুবিধা। মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা JEE ও NEET-এর সেরা প্রস্তুতির জন্য ‘এক্সক্লুসিভ র্যাঙ্কার্স গ্রুপ’-এ যুক্ত হয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের থেকে সরাসরি গাইডেন্স নেওয়ার সুযোগও পাবে।

স্বাধীনতা দিবসে জাওয়া-ইয়েজদি-বিএসএ রাইড

কলকাতা: ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ‘নোম্যাডস’-এর উদ্যোগে দেশজুড়ে বিশেষ রাইডের আয়োজন করল ক্লাসিক লেজেন্ডস। দেশের ১৫০টি ডিলারশিপ থেকে প্রায় ২,০০০ জন জাওয়া, ইয়েজদি ও বিএসএ রাইডার এই আয়োজনে অংশ নেন।

স্বাধীনতার চেতনা, বন্ধুত্ব এবং মোটরসাইকেলপ্রেমের বার্তা নিয়ে বিভিন্ন বয়স, অঞ্চল ও রাইডিং স্টাইলের মানুষকে একত্রিত করে এই রাইডে উদযাপন করেন। জাওয়া, ইয়েজদি ও বিএসএ-র রাইডারদের একসূত্রে বাঁধার পাশাপাশি ‘নোম্যাডস’ একটি যৌথ রাইডিং কমিউনিটি হিসেবেও কাজ করছে। এছাড়াও কার্গিল বিজয় দিবসেও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাহস, সেবা ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানিয়ে ‘শৌর্য বিজয় যাত্রা’ আয়োজন করেছিল ক্লাসিক লেজেন্ডস।

এবিষয়ে ক্লাসিক লেজেন্ডসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা অনুপম থারেজা বলেন, নিজের পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা এবং একসঙ্গে পথচলার আনন্দ মোটরসাইকেলপ্রেমীদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্বাধীনতা দিবস সেই স্বাধীনতার মূল্য এবং তা রক্ষায় দেশবাসীর আত্মত্যাগকে স্মরণ করার সময়।

ইনফিনিটি ডিএও-এর ১০০ কোটি ডলারের বিমা উদ্যোগ

কলকাতা: এআই-নির্ভর ডিইএফআই প্ল্যাটফর্ম ইনফিনিটি ডিএও (INFINITYDAO) তাদের আইডিএল টোকেনের জন্য সর্বোচ্চ ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের বিমা সুরক্ষা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। যুক্তরাজ্যের একটি বিশেষায়িত ক্রিপ্টো বিমা সংস্থার মাধ্যমে এই বিমা ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে। তবে চূড়ান্ত পলিসির শর্ত ও সীমা এখনও ঠিক হয়নি।

এই বিমার আওতায় টোকেন বা প্ল্যাটফর্মে সমস্যা, ডিজিটাল অ্যাসেট চুরি, সাইবার অপরাধ, পরিচালকদের দায়বদ্ধতা এবং ব্যবহারকারী ও অংশীদারদের সুরক্ষা থাকবে।

ইনফিনিটি ডিএও প্রোটোকলে পাঁচটি প্রধান মডিউল রয়েছে। কোয়ান্টাম এমিশন ম্যাট্রিক্স (QEM) স্টেকিং, লিকুইডিটি ও ট্রেজারি রিজার্ভের ভিত্তিতে আইডিএল টোকেন ইস্যু নিয়ন্ত্রণ করে। ফ্লাক্স লিকুইডিটি শিল্ড (FLS) বাজারের লিকুইডিটি নজরদারি ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনার কাজ করে। ভেলোসিটি রিসাইকেল কোর (VRC) লেনদেনের একটি অংশ স্টেকিং লিকুইডিটি ও ট্রেজারিতে ফিরিয়ে দেয়। হাইপারগার্ড লক (HGL) টোকেন ইস্যু ও স্টেকিংয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আর ইনফিনিটি সাসটেইনেবিলিটি প্রোটোকল (ISP) লিকুইডিটি, অংশগ্রহণ ও রিওয়ার্ড-টু-এমিশন পরিস্থিতির পূর্বাভাস বিশ্লেষণ করে।

তবে এই বিমা আইডিএল টোকেনের দাম, বিনিয়োগের লাভ বা লিকুইডিটি নিশ্চিত করবে না। সবকিছু চূড়ান্ত বিমা পলিসির শর্তের ওপর নির্ভর করবে। ইনফিনিটি ডিএও-এর দাবি, কর্মসূচি চালু হলে আইডিএল বিশ্বের সীমিত সংখ্যক বিমা-সুরক্ষাপ্রাপ্ত টোকেনের মধ্যে সম্ভাব্য ১৪তম হতে পারে। তবে এই দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করা দরকার।

পুরো ১০০ কোটি ডলারের বিমা ব্যবস্থা কার্যকর হলে, এটি ইনফিনিটি ডিএও-এর জন্য বড় একটি পদক্ষেপ হতে পারে এবং ডিজিটাল অ্যাসেট ক্ষেত্রে ঝুঁকি কমানো, ব্যবহারকারী সুরক্ষা ও দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের দিকে সংস্থাটির গুরুত্ব দেখাবে।

অ্যাবটের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল: নিউট্রিশিন সাপ্লিমেন্ট শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে

শিলিগুড়ি: আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা অ্যাবট একটি র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল্ড ট্রায়ালের ফলাফল প্রকাশ করেছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকা ভারতীয় শিশুরা ডায়েট কাউন্সেলিংয়ের পাশাপাশি ওরাল নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করায় তাদের শারীরিক বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। কেবল ডায়েট কাউন্সেলিং পাওয়া শিশুদের তুলনায় সাপ্লিমেন্ট নেওয়া শিশুদের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রায় ২.৪ গুণ বেশি হয়েছে এবং ছয় মাসে প্রায় ১৫% বেশি ‘লিন মাস’ তৈরি হয়েছে।

‘চিলড্রেন অ্যান্ড জার্নাল অব ক্লিনিকাল মেডিসিন’ জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় ৩ থেকে ৭ বছর বয়সী ২২৩ জন ভারতীয় শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ছয় মাস ধরে প্রায় অর্ধেক শিশুকে ডায়েট কাউন্সেলিংয়ের সঙ্গে দিনে দুবার অ্যাবটের পেডিয়াশিওর দেওয়া হয়।

দেখা গিয়েছে, সাপ্লিমেন্ট গ্রহণকারী শিশুদের উচ্চতা, ওজন এবং লিন মাসের উন্নতি হয়েছে কোনও অতিরিক্ত চর্বি জমা ছাড়াই। DXA স্ক্যানে তাদের বোন মেটাল ডেনসিটি ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবল কাউন্সেলিং প্রাপ্ত দলের চেয়ে এই শিশুদের বয়স অনুযায়ী উচ্চতা ও ওজনের পারসেন্টাইলে চার গুণ পর্যন্ত বেশি অগ্রগতি দেখা গিয়েছে। শিশুদের শক্তি, কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন গ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গবেষণার প্রধান গবেষক এবং পুণের জাহাঙ্গীর ক্লিনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের কনসালট্যান্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান ড. অনুরাধা খাদিলকর জানান, সময়মতো পুষ্টি সহায়তার গুরুত্ব অপরিসীম; এটি কেবল দৃশ্যমান বৃদ্ধিই নয়, লিন মাস ও হাড়ের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটায়।

অ্যাবটের মেডিকেল অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যাফেয়ার্স ডিরেক্টর ড. প্রীতি ঠাকুর বলেন, এই ফলাফল শিশুদের সামগ্রিক বৃদ্ধির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরে। ভারতে অপুষ্টি এখনও একটি বড় সমস্যা, তাই এই ধরনের কার্যকর নিউট্রিশনাল স্ট্র্যাটেজি শিশুদের শারীরিক বিকাশের ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

PWNSAT ২০২৬: JEE-NEET পড়ুয়াদের বড় সুযোগ

মালদা: ফিজিক্সওয়ালা ন্যাশনাল স্কলারশিপ কাম অ্যাডমিশন টেস্ট (PWNSAT) ২০২৬-বার্ষিক স্কলারশিপ পরীক্ষার চতুর্থ সংস্করণের ঘোষণা করেছে ফিজিক্সওয়ালাহ (PW)। মূলত, JEE ও NEET-এর প্রস্তুতি নেওয়া পড়ুয়াদের সহায়তার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই পরীক্ষায় পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি এবং দ্বাদশ উত্তীর্ণ পড়ুয়ারা

পিসিএম ও পিসিবি স্ট্রিম থেকে বিনামূল্যে পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে।

PWNSAT ২০২৬-এর মাধ্যমে যোগ্য পড়ুয়ারা ১০০% পর্যন্ত টিউশন ফি মকুবের স্কলারশিপ পাওয়ার পাশাপাশি সর্বোচ্চ ২.৫ কোটি টাকা পর্যন্ত নগদ পুরস্কার জিততে পারবে। এছাড়াও, শীর্ষ ৫০০ জন যোগ্য পড়ুয়াকে বিনামূল্যে শিক্ষা ও হস্টেলের সুবিধা দেওয়া হবে।

এই পরীক্ষায় যাতে বেশি সংখ্যক পড়ুয়ার অংশগ্রহণ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে পরীক্ষা অনলাইন ও অফলাইন—দুই মাধ্যমেই হবে। অনলাইন পরীক্ষা চলবে ১লা থেকে ১৫ই অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত। অফলাইন পরীক্ষা হবে ৩, ৪, ১০ ও ১১ই অক্টোবর দেশের বিভিন্ন পিডাব্লিউ বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা ও টিউশন সেন্টার-এ।

এছাড়াও, PWNSAT -এ ভালো ফল করা নির্বাচিত পড়ুয়াদের এক্সক্লুসিভ র্যাঙ্কার্স গ্রুপ-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত একাডেমিক মেন্টরশিপ ও JEE-NEET প্রস্তুতির দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে। ফিজিক্সওয়ালাহর প্রতিষ্ঠাতা সিইও আলখ পান্ডে জানান, আর্থিক পরিস্থিতি যাতে কোনও পড়ুয়ার মানসম্মত শিক্ষার পথে বাধা না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

PWNSAT ২০২৬ দেবে যোগ্য JEE/ NEET পরীক্ষার্থীদের বিনামূল্যে শিক্ষা, আবাসন

আলিপুরদুয়ার: ফিজিক্সওয়ালা তাদের বার্ষিক স্কলারশিপ প্রোগ্রাম 'ফিজিক্সওয়ালা ন্যাশনাল স্কলারশিপ কাম অ্যাডমিশন টেস্ট' (PWNSAT) ২০২৬-এর চতুর্থ এডিশনের কথা ঘোষণা করেছে। মেধা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অনটনের কারণে যেন কোনও শিক্ষার্থীর পড়াশোনা থেমে না থাকে, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। PCM ও PCB শাখার পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি এবং দ্বাদশ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। যোগ্য প্রার্থীরা পাবেন ১০০% পর্যন্ত টিউশন ফি ছাড় এবং মোট ২.৫ কোটি টাকা মূল্যের নগদ পুরস্কার জেতার সুযোগ। শীর্ষ ৫০০ জন যোগ্য শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়াশোনা ও হোস্টেলের সুবিধা দেওয়া হবে। মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রার্থীরা JEE ও NEET-এর প্রস্তুতির জন্য 'এক্সক্লুসিভ র্যা স্কার্স গ্রুপ'-এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের গাইডেন্স পাবে। এবছর অনলাইন পরীক্ষা হবে ১ থেকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে। একদিনের মধ্যে যেকোনও সময় পরীক্ষা দেওয়া যাবে। আর অফলাইনে দেশজুড়ে PW বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা ও টিউশন সেন্টারগুলিতে ৩, ৪, ১০ এবং ১১ অক্টোবর পরীক্ষা হবে। ফিজিক্সওয়ালার প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও অলখ পাণ্ডে জানান, আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করতেই তাঁদের এই নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা।

রয়্যাল এনফিল্ড ভারতে নিয়ে এলো 'ক্লাসিক ৩৫০ গোর্খা এডিশন'

মুম্বাই: মিড-সাইজ মোটরসাইকেল সেগমেন্টের (২৫০সিসি-৭৫০সিসি) বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থানীয় সংস্থা রয়্যাল এনফিল্ড, ভারতে 'ক্লাসিক ৩৫০ গোর্খা এডিশন'-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘোষণা করেছে। গোর্খা রেজিমেন্টের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ক্লাসিক ৩৫০-কে এক নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে।

রয়্যাল এনফিল্ডের নিজস্ব ডিজাইন ফিলসফি নিয়ে বানানো ক্লাসিক ৩৫০-এর এই গোর্খা এডিশনটি বিশ্বের অন্যতম সম্মানিত সামরিক রেজিমেন্ট গোর্খা ব্রাদারহুডের সাহসী জওয়ানদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। ক্লাসিক ৩৫০ গোর্খা এডিশন তার অনুপ্রেরণাকে এক অনন্য উপস্থিতির সঙ্গে তুলে ধরে। একে দেওয়া হয়েছে 'গোর্খা গ্রিন' রঙ। অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী আড়াআড়ি রাখা খুকরি-র বিশেষ প্রতীকচিহ্নটি এর প্রধান স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এই এডিশনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এই উপাদানগুলো একত্রিত হয়ে এমন একটি মোটরসাইকেল গড়ে তুলেছে যা গর্বের সঙ্গে গোর্খাদের তেজকে বহন করে—যা প্রকাশে নির্ভীক, ঐতিহ্যে নিহিত এবং নির্ভেজাল ক্লাসিক।

রয়্যাল এনফিল্ডের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার যদবিন্দর সিং গুলেরিয়া বলেন, "ক্লাসিক ৩৫০ গোর্খা এডিশনের মাধ্যমে আমরা এক অসাধারণ সামরিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, যা তীব্র সাহসিকতা, আনুগত্য এবং পরম সম্মানের পরিচয় বহন করে। এই গোর্খা অ্যাপারেল কালেকশন শ্রদ্ধার্ঘ্যকে কেবল রাইডের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখে না বরং তাকে আরও প্রসারিত করেছে, যা আমাদের কমিউনিটিকে গর্ব এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়।"

গোর্খা ব্রিগেডের প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল সঞ্জীব চৌহান, AVSM, YSM বলেন, "গোর্খা রেজিমেন্টের শক্তি কেবল এর ইতিহাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রজন্ম জুড়ে সংরক্ষিত সাহস, শৃঙ্খলা ও সম্মানের মূল্যবোধের মধ্যেও নিহিত।"

এই বাইকে রয়েছে উন্নত জে-সিরিজ ইঞ্জিন এবং এটি চালকের নিজস্ব সোজা রাইডিং ভঙ্গি বজায় রাখে। দৈনন্দিন ব্যবহারের সুবিধার্থে এতে যুক্ত করা হয়েছে মসৃণ গিয়ার পরিবর্তনের জন্য অ্যাসিস্ট অ্যান্ড স্লিপার ক্লাচ এবং একটি টাইপ-সি ইউএসবি ফাস্ট চার্জিং পোর্ট। নয়াদিল্লিতে এই বিশেষ এডিশনের এক্স-শোরুমের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লক্ষ ১০ হাজার ৬৮৪ টাকা এবং এর বুকিং প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে।

মোটরসাইকেলটির পাশাপাশি সংস্থাটি এনেছে বিশেষ 'গোর্খা অ্যাপারেল কালেকশন', যার মধ্যে রয়েছে ডুয়াল-সার্টিফায়েড হেলমেট, ডিসট্রেসড লেদার বুট, হেডগিয়ার এবং বিভিন্ন লাইফস্টাইল অ্যাক্সেসরিজও।

কগনিজেন্ট চালু করল 'ট্যালেন্ট অ্যাক্সিলারেটর প্রোগ্রাম'

কলকাতা: শীর্ষস্থানীয় এআই বিল্ডার কগনিজেন্ট (NASDAQ: CTSH) ৪৮৯ জন নবনিযুক্ত বি-স্কুল স্নাতকদের নিয়ে দুই সপ্তাহের 'ট্যালেন্ট অ্যাক্সিলারেটর প্রোগ্রাম' চালু করেছে। ভারতের আইআইএম, আইএসবি, এসপিজেআইএমআর, এফএমএস ও এক্সএলআরআই-এর মতো ৩৭টি শহরের ৫৮টি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান থেকে এই প্রতিভাদের বেছে নেওয়া হয়েছে।

চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ ও পুনেতে একযোগে আয়োজিত এই ইমার্সিভ অনবোর্ডিং প্রোগ্রামে নতুন কর্মীরা কোম্পানির মূল্যবোধ, কার্যকরী প্রশিক্ষণ, সেলস ও মার্কেটিংয়ের পাশাপাশি কগনিজেন্টের লিডারশিপ টিমের সাথে সরাসরি মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ পাবেন।

কগনিজেন্ট ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট – গ্লোবাল অপারেশনস এবং চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজেশ ওয়ারিয়ার বলেন, "একজন এআই বিল্ডার হিসেবে কগনিজেন্ট বিশ্বাস করে যে ক্লায়েন্ট এবং সহযোগী উভয়ের জন্যই ভ্যালু তৈরিতে কগনিটিভ ডাইভার্সিটি প্রয়োজন। প্রথম দিনই সারা দেশ থেকে আন্তঃবিষয়ক প্রতিভাকে একত্র করার মাধ্যমে ট্যালেন্ট অ্যাক্সিলারেটর প্রোগ্রামটি সহযোগিতার সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে এবং এআই সক্ষমতা ও বাস্তব-জগতের ব্যবসায়িক ফলাফলের মাঝে থাকা ব্যবধান দূর করতে নতুন সহযোগীদের প্রস্তুত করার লক্ষ্য রাখে।"

এআই-এর যুগ যে আন্তঃবিষয়ক দক্ষতার দাবি করে তা গড়ে তোলার জন্য কগনিজেন্ট তার নন-স্টেম (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত) প্রতিভার নিয়োগ বাড়াচ্ছে, যা এই নতুন নিযুক্ত বি-স্কুল স্নাতকদের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। এই ব্যাচের ৩৭%-এরও বেশি নন-স্টেম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন, যা সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মতো লিবারেল আর্টস বিষয়, অফিস ম্যানেজমেন্ট ও সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিসের মতো ভোকেশনাল ফিল্ড এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের মতো ডিজাইন-কেন্দ্রিক ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত থাকবে। কগনিজেন্টের অন্তর্ভুক্তির প্রতি অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই ব্যাচের ৪২%-এরও বেশি মহিলা প্রার্থী।

কোম্পানিটি সম্প্রতি তার ফ্রন্টিয়ার-সার্টিফাইড কর্মী বাহিনীকে ৫,০০০ ফ্রন্টিয়ার সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার এবং ১০,০০০ ফ্রন্টিয়ার বিজনেস অপারেটরে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই কর্মী বাহিনী সেই মানব ও কর্মক্ষম পরিকাঠামোর প্রতিনিধিত্ব করে যা প্রতিষ্ঠানগুলোর এআই সক্ষমতাকে পরিমাপযোগ্য ব্যবসায়িক ফলাফলে রূপান্তর করতে প্রয়োজন।

হাওড়ায় চালু 'EICHER PRO X'-এর এক্সক্লুসিভ ডিলারশিপ

হাওড়া: VE COMMERCIAL VEHICLES LTD. (VECV)-এর একটি ব্যবসায়িক বিভাগ 'আয়শার ট্রাকস অ্যান্ড বাসেস' হাওড়ায় তার 'EICHER PRO X' স্মল ট্রাক রেঞ্জের জন্য এক্সক্লুসিভ ডিলারশিপের উদ্বোধন করেছে। অত্যাধুনিক 'ফিউচার অটোমোবাইল এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড' 3S ডিলারশিপ ফেসিলিটির কেন্দ্রটি DEY MOTORS COMPOUND, NH-6, CHAMRAIL, KONA, HOWRAH, WEST BENGAL – 711114-এ, NH-16 এই ঠিকানায় অবস্থিত।

আয়শার প্রো এক্স শোরুমে গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী ৩ ও ৩.৫ টন GVW ক্যাটাগরির ছোট বাণিজ্যিক গাড়ির ইভি, ডিজেল ও সিএনজি ভেরিয়েন্ট পাওয়া যাবে। প্রায় ৮,০০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই কেন্দ্রটি এক ছাদের নিচেই বিক্রয়, পরিষেবা ও স্পেয়ার পার্টসের (3S) সুবিধা দিচ্ছে। এখানে রয়েছে ডেডিকেটেড সার্ভিস বে, সুবিশাল ডিসপ্লে এরিয়া, কাস্টমার ও ড্রাইভার লাউঞ্জ এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে, যা ফ্লিট মালিকদের 'EICHER PRO X' রেঞ্জ খোঁজার সুবিধা দেবে ও আধুনিক কানেক্টেড প্রযুক্তির অভিজ্ঞতা নিতে সাহায্য করবে।

S S GILL, CHIEF COMMERCIAL OFFICER, VECV বলেন, "পূর্ব ভারতে আমাদের প্রথম 'EICHER PRO X' ডিলারশিপের সূচনা লজিস্টিকস বাজারে সম্প্রসারণের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রধান ইন্ডাস্ট্রি হাব হাওড়া ও কলকাতায় দক্ষ লাস্ট-মাইল পরিবহনের চাহিদা বাড়ছে। ফিউচার অটোমোবাইল এজেন্সির সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমরা গ্রাহকদের কাছে প্রো এক্স রেঞ্জ পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি পূর্ব ভারতে উপস্থিতি ও সার্ভিস সহায়তা জোরদার করছি।"

ABHISHEK CHAUDHARY, SVP, SCV - SALES & MARKETING, VECV-এর বক্তব্য, "'EICHER PRO X' আধুনিক লাস্ট-মাইল লজিস্টিকসের চাহিদা মেনে দক্ষতা, কানেক্টিভিটি ও চালকের সুরক্ষাকে প্রাধান্য দেয়। তিনটি জ্বালানি-দক্ষ পাওয়ারট্রেন ও ১০০% কানেক্টেড প্রযুক্তির এই গাড়ি ই-কমার্স, পার্সেল ও এফএমসিজি পণ্য সময়মতো পৌঁছে দেবে। হাওড়ায় প্রো এক্স ইকোসিস্টেম সম্প্রসারণে ফিউচার অটোমোবাইল এজেন্সিকে স্বাগত জানাই।"

নতুন 'EICHER PRO X' ডিলারশিপটি জালান, JALAN INDUSTRIAL COMPLEX, LAKSHMANPUR INDUSTRIAL ESTATE, SANKRAIL INDUSTRIAL PARK এবং JANGALPUR–DHULAGARH সহ ১৬ ও ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং কোনা এক্সপ্রেসওয়ের কাছে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। এটি বিক্রয়, পরিষেবা ও স্পেয়ার পার্টসের (3S) সুবিধার মাধ্যমে লজিস্টিকস হাবগুলোকে দ্রুত পরিষেবা দেবে। গ্রাহকরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কার্গো বডি, জ্বালানি ও রং নির্বাচন করে গাড়ি কনফিগার করতে পারবেন। এই ডিলারশিপ ডেডিকেটেড ইভি চার্জিং পয়েন্ট, ডোরস্টেপ সার্ভিসের জন্য ইওএস ভ্যান/বাইক এবং জিপিএস-সক্ষম ব্রেকডাউন সহায়তা ও দ্রুত পরিষেবা নিশ্চিত করবে।

PWNSAT ২০২৬: JEE-NEET পড়ুয়াদের বড় সুযোগ

বর্ধমান: ফিজিক্সওয়ালা ন্যাশনাল স্কলারশিপ কাম অ্যাডমিশন টেস্ট (PWNSAT) ২০২৬-বার্ষিক স্কলারশিপ পরীক্ষার চতুর্থ সংস্করণের ঘোষণা করেছে ফিজিক্সওয়ালাহ (PW)। মূলত, JEE ও NEET-এর প্রস্তুতি নেওয়া পড়ুয়াদের সহায়তার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই পরীক্ষায় পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি এবং দ্বাদশ উত্তীর্ণ পড়ুয়ারা পিসিএম ও পিসিবি স্ট্রিম থেকে বিনামূল্যে পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে।

PWNSAT ২০২৬-এর মাধ্যমে যোগ্য পড়ুয়ারা ১০০% পর্যন্ত টিউশন ফি মকুবের স্কলারশিপ পাওয়ার পাশাপাশি সর্বোচ্চ ২.৫ কোটি টাকা পর্যন্ত নগদ পুরস্কার জিততে পারবে। এছাড়াও, শীর্ষ ৫০০ জন

যোগ্য পড়ুয়াকে বিনামূল্যে শিক্ষা ও হস্টেলের সুবিধা দেওয়া হবে।

এই পরীক্ষায় যাতে বেশি সংখ্যক পড়ুয়ার অংশগ্রহণ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে পরীক্ষা অনলাইন ও অফলাইন—দুই মাধ্যমেই হবে। অনলাইন পরীক্ষা চলবে ১লা থেকে ১৫ই অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত। অফলাইন পরীক্ষা হবে ৩, ৪, ১০ ও ১১ই অক্টোবর দেশের বিভিন্ন পিডাব্লিউ বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা ও টিউশন সেন্টার-এ।

এছাড়াও, PWNSAT -এ ভালো ফল করা নির্বাচিত পড়ুয়াদের এক্সক্লুসিভ র্যা স্কার্স গ্রুপ-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত একাডেমিক মেন্টরশিপ ও JEE-NEET প্রস্তুতির দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে। ফিজিক্সওয়ালাহর প্রতিষ্ঠাতা সিইও আলখ পান্ডে জানান, আর্থিক পরিস্থিতি যাতে কোনও পড়ুয়ার মানসম্মত শিক্ষার পথে বাধা না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

PWNSAT ২০২৬: পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং দ্বাদশ উত্তীর্ণদের জন্য রেজিস্ট্রেশন শুরু

দুর্গাপুর: JEE এবং NEET পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ফিজিক্সওয়ালা তাদের বার্ষিক স্কলারশিপ প্রোগ্রাম 'ফিজিক্সওয়ালা ন্যাশনাল স্কলারশিপ কাম অ্যাডমিশন টেস্ট' (PWNSAT) ২০২৬-এর চতুর্থ এডিশন শুরু করার কথা ঘোষণা করেছে। PCM এবং PCB উভয় শাখার পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং দ্বাদশ উত্তীর্ণদের জন্য রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খুলে গিয়েছে।

এই বছরের এডিশনের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের ১০০% পর্যন্ত টিউশন ফি মকুবের ব্যবস্থা থাকছে। মোট ২.৫ কোটি টাকা মূল্যের নগদ পুরস্কার জেতার সুযোগও পাওয়া যাবে। এর পাশাপাশি, টপ ৫০০ জন যোগ্য শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষা এবং হোস্টেলের সুবিধাও দেওয়া হবে।

ব্যাপক অংশগ্রহণের সুবিধার্থে PWNSAT ২০২৬ অনলাইন এবং অফলাইন, উভয় মাধ্যমেই আয়োজিত হবে। অনলাইন পরীক্ষা ১ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৬-এর মধ্যে দেওয়া যাবে। অন্যদিকে, অফলাইন পরীক্ষাগুলি দেশজুড়ে PW বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা এবং টিউশন সেন্টারগুলিতে ৩, ৪, ১০ এবং ১১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার ফলাফল পরবর্তী সময়ে ঘোষণা করা হবে।

ফিজিক্সওয়ালার প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও, অলখ পাণ্ডে বলেন, "কোনও শিক্ষার্থীর আর্থিক পরিস্থিতি যেন মানসম্মত শিক্ষা পাওয়ার পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। PWNSAT-এর মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য এই আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক পরামর্শ প্রদান, যাতে তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে পারে। আমরা আশা করি, এই উদ্যোগটি সারাদেশের আরও বহু শিক্ষার্থীকে আর্থিক অনটনের তোয়াক্কা না করে তাদের লক্ষ্য পূরণে অনুপ্রাণিত করবে।"

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, PWNSAT ২০২৬-এর মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা JEE ও NEET পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য 'এক্সক্লুসিভ র্যাঙ্কার্স গ্রুপ'-এর মাধ্যমে বিশেষ অ্যাকাডেমিক মেন্টরশিপ ও পরামর্শ পাবে।

পশ্চিম হিমালয় দ্রুত উষ্ণ হচ্ছে, বাড়ছে বরফ গলার ঝুঁকি, উঠে এলো গবেষণায়

কলকাতা: এক নতুন গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, পূর্ব বা মধ্য হিমালয়ের তুলনায় পশ্চিম হিমালয়ের জলবায়ু অনেক দ্রুত উষ্ণ হচ্ছে। ১৯০১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ১২০ বছরের আবহাওয়ার তথ্য এবং আটটি জলবায়ু মডেল বিশ্লেষণ করে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। গবেষণাটি প্রকাশ করেছে 'জার্নাল অফ আর্থ সিস্টেম সায়েন্স'। বিআইটি মেসরা, আইআইটিএম পুনে এবং অশোক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হিমালয়ের প্রতিটি অংশেই শীতকালে তাপমাত্রা প্রায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গিয়েছে। তবে পশ্চিম হিমালয়ের পরিস্থিতি সবচেয়ে উদ্বেগজনক। এখানে শীত ও বসন্ত, উভয় ঋতুতেই রাতের তাপমাত্রা দিনের তুলনায় দ্রুত বাড়ছে। এর ফলে বরফ ও তুষার সহজে জমতে পারছে না এবং দ্রুত গলে যাচ্ছে।

বিশেষ করে কার্বন নির্গমন কমানো না গেলে চলতি শতাব্দীর শেষে পশ্চিম হিমালয়ে শীতকালের তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়তে পারে। এমনকি বসন্তকালে বরফ জমার পরিমাণও আশঙ্কাজনক হারে কমে যাবে। এই অঞ্চলে ১৫ হাজারের বেশি হিমবাহ রয়েছে, যা সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের প্রধান উৎস। এই নদীগুলোর ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে প্রায় দেড়শো কোটি মানুষ।

গবেষকরা এই সংকট মোকাবিলায় অঞ্চলভিত্তিক জলবায়ু নীতি প্রণয়ন, উন্নত প্রযুক্তিতে নজরদারি বাড়ানো এবং টেকসই জল ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিয়েছেন। সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে নদীমাতৃক অববাহিকায় ভয়াবহ জলসংকট দেখা দিতে পারে।

সিএফএ ইনস্টিটিউটের প্রফেসরস' রাউন্ডটেবল

কলকাতা: বিনিয়োগ পেশাদারদের গ্লোবাল সংস্থা সিএফএ ইনস্টিটিউট সম্প্রতি কলকাতায় একটি প্রফেসরস' রাউন্ডটেবল বৈঠকের আয়োজন করেছে। এই বৈঠকে শহর ও সংলগ্ন অঞ্চলের ১৫টি শীর্ষস্থানীয় কলেজ ও প্রতিষ্ঠানের ১৬ জন অধ্যাপক একত্রিত হন। আলোচনার মূল বিষয় ছিল 'কীভাবে শিক্ষাঙ্গন এবং বিনিয়োগ পেশা একসঙ্গে কাজ করে পরবর্তী প্রজন্মের সম্পদ ব্যবস্থাপনা পেশাদারদের প্রস্তুত করতে পারে।' অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, "ভবিষ্যতের সম্পদ ব্যবস্থাপনা পেশাদারদের প্রস্তুতি।"

এই গোলটেবিল বৈঠকে শিক্ষক ও বিনিয়োগ পেশাদাররা শিল্পের পরিবর্তনশীল চাহিদা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিক্ষা ও শিল্পের মেলবন্ধন নিয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া সম্পদ ব্যবস্থাপনার নতুন প্রবণতা এবং শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়।

সিএফএ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র অফিসার সায়ন ব্যানার্জি বলেন, "শিক্ষাঙ্গন ও শিল্পের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরিতে আমরা কাজ করে চলেছি। কলকাতার শিক্ষাবিদদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমাদের ভবিষ্যৎ উদ্যোগগুলোকে আরও এগিয়ে নিতে অনুপ্রাণিত করবে।" সিএফএ পেশাদার রেশমি মোদি ও বিনয় বাগ্রির পরিচালনায় এই ইন্টারেক্টিভ বৈঠকে আইআইএম কলকাতা, সেন্ট জেভিয়ার্স ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ১৫টি শীর্ষস্থানীয় কলেজের শিক্ষাবিদরা অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীরা আলোচনাটির প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে সিএফএ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ভবানিপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজের কমার্স বিভাগের সমন্বয়ক অধ্যাপক বিবেক পাটোয়ারী বলেন, "সিএফএ ইনস্টিটিউট ফিন্যান্স প্রফেসরস রাউন্ডটেবল শিক্ষা এবং শিল্পের মধ্যে অর্থপূর্ণ সংলাপের জন্য একটি মূল্যবান প্ল্যাটফর্ম।"

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (অটোনমাস), কলকাতার বি.কম (এম)-এর সহকারী অধ্যাপক মৈত্রেয়ী বসু যোগ করেছেন, "বৈঠকটি সত্যিই ফলপ্রসূ হয়েছে। সিএফএ প্রোগ্রাম পাঠ্যক্রমটি বিনিয়োগ বিশ্লেষণ, নীতিশাস্ত্র এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টে বাস্তবসম্মত দক্ষতা তৈরি করার জন্য অত্যন্ত প্রশংসিত।"

নতুন স্লাভিয়া উন্মোচন স্কোডার, ফিরছে অক্টাভিয়া আরএস ও সুপার্ব

শিলিগুড়ি: স্কোডা অটো ইন্ডিয়া উন্মোচন করলো নতুন স্লাভিয়া। আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত নিরাপত্তা, আরাম ও ড্রাইভিং আনন্দের সমন্বয়ে তৈরি এই সেডানের এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮০,০০০ ইউনিট ডেলিভারি হয়েছে। স্কোডা অটোর সিইও ক্লাউস জেলমার বলেন, "ভারত আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বৃদ্ধির বাজার। নতুন স্লাভিয়া গ্রাহকদের কথা শুনে তৈরি করা হয়েছে এবং এটি ইতিমধ্যেই সফল একটি মডেলকে আরও শক্তিশালী করেছে।"

নতুন স্লাভিয়ায় রয়েছে LED হেডল্যাম্প ও টেইললাম্প, সিকোয়েন্সিয়াল রিয়ার টার্ন ইন্ডিকেটর, ক্রোম গ্রিল, নতুন অ্যালয় হুইল এবং প্রথমবারের মতো মন্টে কার্লো ট্রিম। নতুন আর্কটিক সিলভার ও ক্যাপুচিনো বেইজসহ মোট ১০টি রঙে গাড়িটি পাওয়া যাবে। প্রি-বুকিং শুরু হচ্ছে ১৫,০০০ টাকা থেকে।স্কোডা অটো বোর্ডের সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং সদস্য মার্টিন জাহন বলেন, "প্রায় ৮০,০০০ ডেলিভারির মাধ্যমে স্লাভিয়া শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে।

এবার পাওয়ারট্রেন, আরাম ও কানেক্টিভিটিতে উন্নতি আনা হয়েছে।" 1.0 TSI-এর সঙ্গে নতুন ৮-স্পিড অটোমেটিক, ৬-স্পিড ম্যানুয়াল এবং 1.5 TSI-এর সঙ্গে ৭-স্পিড DSG থাকছে। 1.5 TSI-তে রিয়ার ডিস্ক ব্রেকও রয়েছে। স্কোডা অটো ভক্সওয়াগেন ইন্ডিয়ার এমডি ও সিইও পীযূষ অরোরা বলেন, "ভারতীয় গ্রাহকদের পরিবর্তিত চাহিদা পূরণে বিশ্বমানের পণ্য আনার লক্ষ্যেই নতুন স্লাভিয়া তৈরি।"

গাড়িতে রয়েছে সেগমেন্ট-ফার্স্ট রিয়ার সিট ম্যাসেজ, ৩৬০-ডিগ্রি ক্যামেরা, ১০.২৫-ইঞ্চি ডিজিটাল ককপিট, ১০.১-ইঞ্চি ইনফোটেইনমেন্ট স্ক্রিন, ওয়্যারলেস ANDROID AUTO ও APPLE CARPLAY এবং GEMINI-সমর্থিত AI ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট। ছয়টি এয়ারব্যাগসহ ২৫টিরও বেশি সেফটি ফিচার স্ট্যান্ডার্ড। এর পাশাপাশি ভারতে ফিরছে অক্টাভিয়া আরএস ও সুপার্ব TDI। অক্টাভিয়া আরএস-এ 2.0 TSI ইঞ্জিন, ২৬৫ PS ও ৭-স্পিড DSG রয়েছে। প্রি-বুকিং ১৮ আগস্ট থেকে ২.৫ লক্ষ টাকা, মাত্র ৫০টি ইউনিট। সুপার্ব TDI-তে থাকছে ADAS, LED ম্যাট্রিক্স হেডল্যাম্প ও ডিজেল ইঞ্জিন। তিনটি মডেলের সঙ্গেই মিলবে ৪ বছর/১ লক্ষ কিমি ওয়ারেন্টি ও ৪ বছরের রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স।

নারীর আত্মনির্ভরতার বার্তা নিয়ে উদযাপনে RCM

কলকাতা: রাজস্থানের ভিলওয়াড়ায় অবস্থিত RCM WORLD-এ ১৫ ও ১৬ই আগস্ট অনুষ্ঠিত RCM CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED-এর 'স্পেশাল উইমেন'স অ্যাকাডেমি ২০২৬' বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। 'হর নারী সম্মান কি অধিকারী'—এই মূল বিষয়কে সামনে রেখে আয়োজিত দু'দিনের এই অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলা অ্যাসোসিয়েট ক্রেতা ও নেতৃত্বস্থানীয় প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

এই আয়োজনে নারীদের সাফল্যকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য, নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস, খেলাধুলা ও স্বনির্ভরতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মার্চ-পাস্ট ও পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এছাড়াও ছিল স্কুলপড়ুয়া মেয়েদের পরিবেশনা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী নারীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় দিনে ইন্টার-স্টেট স্পোর্টস লিগ-এর মাধ্যমে খেলাধুলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।এছাড়াও

মহিলাদের পুষ্টিকর প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার তৈরি, বাড়িতে কিচেন গার্ডেনের মাধ্যমে জৈব সবজি চাষ এবং মেকআপের দক্ষতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের মহিলারা ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে ভারতের বৈচিত্র্যও তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠান সম্পর্কে RCM-এর প্রতিষ্ঠাতা টি. সি. ছাবড়া ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রিয়াঙ্কা আগরওয়াল বলেন, নারীদের আর্থিক স্বাধীনতার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব ও সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলাই RCM-এর লক্ষ্য।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ও রাজ্য স্তরের ক্যারাটে ও গ্র্যাপলিং খেলোয়াড় তথা ব্ল্যাক বেল্ট কিরণ শর্মা এবং রাজস্থান কেশরী কুস্তি চ্যাম্পিয়ন অঙ্কিতা বৈষ্ণব।

অচেনা জগতের গল্প নিয়ে আসছে প্রসেনজিৎ চক্রবর্তীর ‘চিন্দি পকড়’

কলকাতা: সোনারপুরের চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রসেনজিৎ চক্রবর্তীর ‘চিন্দি পকড়’, প্রান্তিক মানুষের অদেখা এক গল্প। প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী তার এই স্বাধীন হিন্দি ছবিতে আবর্জনার স্তূপে জীবন কাটানো যাঁ গপিকারদের অদেখা জগত তুলে ধরছে। ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ের PVR-এ ছবির ট্রেলার ও মিউজিক লঞ্চ হয়। উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা রাকেশ বেদী ও মকরন্দ দেশপান্ডে।

দারিদ্র্য, নেশা, শোষণ, পারিবারিক সংঘাত এবং সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের পাশাপাশি ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন, সম্পর্ক ও উন্নত জীবনের আশাও ছবির গল্পে উঠে এসেছে। এবিষয়ে পরিচালক জানান, “চিন্দি পকড় শুধু যাঁ গপিকারদের গল্প নয়, এটি সেই মানুষদের গল্প, যাঁদের আমরা প্রতিদিন দেখি, কিন্তু দেখতে চাই না।”

ছবিতে অভিনয় করেছেন চিত্রালী দাস, রাজকুমার দ্বিবেদী, মনোজ করোটিয়া, মুস্সু ও দেবরঞ্জন নাগ। বাস্তব লোকেশন ও তথ্যচিত্রধর্মী ভিজ্যুয়াল ছবিটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে।

ছবিটির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয় ৭৮তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের MARCHE DU FILM-এ। কানেই পোস্টার প্রকাশ করেন বোমান ইরানি ও মকরন্দ দেশপান্ডে। পরে BANGKOK MOVIE AWARDS-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্বীকৃতি ও নির্বাচিত হওয়ার নজির তৈরি করে ছবিটি। ছবির মিউজিকের সঙ্গে রয়েছে RED RIBBON MUSIC। জাভেদ আলি, মহম্মদ ইরফান, শ্রুতি পাঠক, সুমন মিত্র ও প্রিয়মজি ছবির সঙ্গীতে যুক্ত।

ছবিটির মধ্য দিয়ে নির্মাতা প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী সমাজের কাছে প্রশ্ন তুলে ধরেছে—যাঁরা শহর পরিষ্কার রাখেন, তাঁদেরই যখন আবর্জনার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়, আমরা তাঁদের কতটা দেখি? ছবিটির থিয়েট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন করছে THEATRE KING BY LAV SINGH। এবার ভারতীয় দর্শকদের কাছে পৌঁছনোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ‘চিন্দি পকড়’।

ভারতগ্যাস লাইট জিপ নিয়ে এলো বিপিসিএল

শিলিগুড়ি: হালকা ওজনের কম্পোজিট সিলিন্ডার, ‘ভারতগ্যাস লাইট জিপ’-এর মাধ্যমে ইন্সট্যান্ট নিউ কানেকশন এবং এক্সপ্রেস ডেলিভারির সাহায্যে গ্রাহকদের সুবিধা দিতে ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল)-এর ১০০টি শহরের ল্যান্ডমার্ক তালিকায় যুক্ত হলো পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল এবং বর্ধমান।

এই পরিষেবাটি বিপিসিএল-এর হালকা ওজনের ‘ভারতগ্যাস লাইট কম্পোজিট সিলিন্ডার’, ‘ইন্সট্যান্ট নিউ কানেকশন’ এবং ‘এক্সপ্রেস ডেলিভারি’কে একসঙ্গে যুক্ত করেছে। ১৮ জুলাই, ২০২৬-এ মুম্বইতে উদ্বোধনের পর, সমগ্র ভারতে ১০০টি শহরে ভারতগ্যাস লাইট জিপ-এর যে ঐতিহাসিক সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ তারই একটি অন্যতম অংশ।

পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল ও বর্ধমানের মতো শহরগুলির বিস্তার ঘটছে এবং জীবনযাত্রা পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে সুবিধা, গতি এবং সহজলভ্যতা

দৈনন্দিন গ্রাহক পছন্দের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করছে। এই পরিবর্তনকে মাথায় রেখে ঐতিহ্যবাহী এলপিজি অভিজ্ঞতার একাধিক পর্যায়কে বদলে দিতে ভারতগ্যাস লাইট জিপ তৈরি করা হয়েছে।

ভারতগ্যাস লাইট জিপ-এর হালকা ও মরিচা-মুক্ত স্বচ্ছ কম্পোজিট সিলিন্ডার আধুনিক পরিবারগুলির ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ ও সুবিধাজনক, যা বাইরে থেকেই ভিতরের গ্যাসের পরিমাণ দেখার সুযোগ দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া ‘ইন্সট্যান্ট নিউ কানেকশন’ নতুন এলপিজি সংযোগ নেওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে এবং ‘এক্সপ্রেস ডেলিভারি’ দ্রুত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। সব মিলিয়ে এই বিশেষ সুবিধাগুলি পশ্চিমবঙ্গের চাকুরিজীবী, শিক্ষার্থী, তরুণ পরিবার, প্রবীণ নাগরিক ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় ও গতিশীল করে তুলবে।

পশ্চিমবঙ্গে এই পরিষেবার সূচনা বিপিসিএল-এর প্রথাগত সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে গ্রাহক-কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা তৈরির দিকে একটি বড় পদক্ষেপ। শহর ও দ্রুত বর্ধনশীল অঞ্চলজুড়ে গ্রাহকদের কাছে ভারতগ্যাস লাইট জিপ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বিপিসিএল-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী সঞ্জয় খান্না জানান, হালকা কম্পোজিট সিলিন্ডারের সঙ্গে দ্রুত সংযোগ ও এক্সপ্রেস ডেলিভারির মেলবন্ধন আধুনিক জীবনযাত্রার উপযোগী এবং ডিলারদের সহায়তায় এটি নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

বাটা ইন্ডিয়া-র নজরে নতুন প্রজন্ম, পণ্য ও রিটেল

কলকাতা: ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত স্যু ব্র্যান্ড বাটা ইন্ডিয়া, তাদের ৯৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যবসার পরবর্তী পর্যায়ের বৃদ্ধির পরিকল্পনা তুলে ধরেছে। পণ্য উদ্ভাবন, কার্যক্ষম উৎকর্ষ, ডিজিটাল অ্যাক্সেলেরেশন ও পোর্টফোলিও রূপান্তর-এর মাধ্যমে টেকসই ও লাভজনক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে এগোচ্ছে সংস্থা।

বাটা ইন্ডিয়া-র বর্তমানে ২,০০০-এর বেশি ব্র্যান্ড আউটলেট ও ৭৭৫টির বেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি স্টোর রয়েছে। ১,০০০টির বেশি স্টোর ওমনিচ্যানেল পরিষেবায় যুক্ত এবং ৭০% স্টোরে হাইপারলোকাল ডেলিভারি চালু রয়েছে। জিরো বেস মার্চেন্ডাইজিং (ZBM) বর্তমানে ৮০০টির বেশি স্টোরে চালু রয়েছে এবং ২০২৬ সালের শেষে ৯০০টির বেশি স্টোরে পৌঁছানোর লক্ষ্য রয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের সম্ভার সাজানো ও গ্রাহকের কেনাকাটার অভিজ্ঞতা উন্নত করা হচ্ছে।

সংস্থার দাবি, ভারতে স্টোরে পণ্যের প্রাপ্যতা ৮% বেড়েছে এবং ইনভেন্টরি ফ্রেশনেস প্রায় ৯০%-এ পৌঁছেছে। হাশ পাপ্পিজ (HUSH PUPPIES), পাওয়ার (POWER), ফ্লোটজ (FLOATZ), কমফিট (COMFIT) -র মূল পণ্যে আধুনিক স্টাইল, আরাম ও ভ্যালুর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

বাটা ইন্ডিয়া-র চেয়ারম্যান অশ্বিনী উইনডালস জানান, “২০২৫-২৬ অর্থবছরটি ছিল সংস্থার রূপান্তরের বছর। জটিল বাজার পরিস্থিতিতেও বৈচিত্র্যময় সোর্সিং, নিয়ন্ত্রিত ইনভেন্টরি ও দ্রুত এক্সিকিউশনের মাধ্যমে সংস্থা স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে।

সংস্থা ১৮০% চূড়ান্ত লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। CSR উদ্যোগে ৯,২০০-এর বেশি পড়ুয়া উপকৃত হয়েছে এবং কর্মীদের ৭,০০০ ঘণ্টার বেশি স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ হয়েছে।

প্রায় এক শতাব্দী ধরে ভারতে ব্যবসা করা বাটা বর্তমানে বছরে প্রায় ৫ কোটি জোড়া জুতো বিক্রি করে এবং প্রতিদিন আড়াই লক্ষের বেশি গ্রাহককে পরিষেবা দেয়। আগামী দিনে বিক্রি বৃদ্ধি, প্রিমিয়ামাইজেশন, গ্রাহক সংযোগ ও কার্যক্ষম উৎকর্ষের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করাই সংস্থার লক্ষ্য।

ভ্যালু-মোমেন্টাম কৌশলে আইসিআইসিআই-এর নতুন ফান্ড

দুর্গাপুর/শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ BSE 500 মোমেন্টাম ভ্যালু 50 INDEX FUND চালু করেছে। এটি ভ্যালু ও মোমেন্টাম—দুই বিনিয়োগ কৌশলের সমন্বয়ে তৈরি একটি বিকল্প, যা নির্বাচিত ইউনিট-লিংকড বিমা প্ল্যান (ULIPS) -এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ইকুইটি বিনিয়োগের সুযোগ দেবে।

এই লঞ্চ সম্পর্কে মনীশ কুমার, চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার, আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইনশিওরেন্স, বললেন “BSE 500 মোমেন্টাম ভ্যালু 50 ইনডেক্স ফান্ড ডিজাইন করা হয়েছে ক্রেতাদের এমন এক নিয়মনিষ্ঠ ও স্বচ্ছ লগ্নি কৌশলের নাগাল দিতে, যা ভ্যালু আর মোমেন্টাম, এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ লগ্নি ফ্যাক্টরকে এক জায়গায় নিয়ে আসে। আকর্ষণীয় ভ্যালুয়েশন ভ্যালুয়েশনের দিক থেকে স্বাচ্ছন্দ্য জোগাতে পারে, ঋণাত্মক মোমেন্টাম বাজারের ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাসের দিকে ইঙ্গিত করতে পারে। এই ফ্যাক্টরগুলোর মিশ্রণ সেইসব কোম্পানিকে চিহ্নিত করার কৌশল নির্ধারণ করতে পারে যেগুলো দুই মাপকাঠিতেই শক্তিশালী, ফলে লগ্নিকারীরা ভ্যালুয়েশনের উপর জোর দিয়েই উদীয়মান সুযোগগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ফান্ডটি BSE 500 থেকে নির্বাচিত ৫০টি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবে এবং আইসিআইসিআই BSE 500 মোমেন্টাম ভ্যালু 50 কাস্টমাইজড ইনডেক্সকে অনুসরণ করবে। কোনও স্টক নিয়ন্ত্রক নির্দেশের কারণে নির্বাচিত না হলে পরবর্তী যোগ্য স্টক নেওয়া হবে।

এদিকে, ২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে কোম্পানির ক্লেম সেটলমেন্ট রেশিও ছিল ৯৯.৩% এবং তদন্তবিহীন ব্যক্তিগত ক্লেম নিষ্পত্তিতে গড়ে সময় লেগেছে মাত্র ১ দিন। ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত কোম্পানির অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট ছিল ৩.৩৪ লক্ষ কোটি এবং চালু হওয়ার পর থেকে কোম্পানির নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (NPA) শূন্য।

ফান্ডটি আইসিআইসিআই প্রু স্মার্টকিড অ্যাশিওর, আইসিআইসিআই প্রু সিগনেচার অ্যাশিওর, আইসিআইসিআই প্রু সিগনেচার অনলাইন এবং আইসিআইসিআই প্রু স্মার্ট ইনশিওরেন্স প্ল্যান প্লাস,সহ নির্বাচিত ULIP-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

বর্ষায় সাশ্রয়ী বাজেটে গোদরেজ ইয়াম্মিজ-এর স্ন্যাকস

কলকাতা: বর্ষার মরশুমে দ্রুত তৈরি, সুস্বাদু ও বাজেটের মধ্যে থাকা স্ন্যাকসের চাহিদা বাড়ছে। এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে গোদরেজ ইয়াম্মিজ-এর জনপ্রিয় ফ্রোজেন স্ন্যাকস এখন সুইগি-তে ১০০-এর নিচে পাওয়া যাচ্ছে।

সারা ভারতে চিকেন নাগেটস ৯৯, চিজ কর্ন নাগেটস ৮৯ এবং পটেটো বাইটস ৮৯ দামে মিলছে। কয়েক মিনিটেই তৈরি করা যায় এই স্ন্যাকসগুলি অফিসের বিরতি, ওয়ার্ক-ফ্রম-হোম, বিকেলের চা কিংবা মুভি নাইটের জন্য উপযুক্ত।

গোদরেজ ইয়াম্মিজ STTEM রিপোর্ট ২.০ অনুযায়ী, ৭২% ভারতীয়ের ফ্রোজেন স্ন্যাকস বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে মেজাজের প্রভাব রয়েছে। আবার ৬০% ভারতীয় মন ভালো করার জন্য স্ন্যাকস খান।

ছোট ও সাশ্রয়ী প্যাকেটের কারণে নতুন ক্রেতারা সহজেই ফ্রোজেন স্ন্যাকসের স্বাদ নিতে পারছেন। পাশাপাশি, নিয়মিত ক্রেতারাও বাড়িতে, কাজের ব্যস্ততার মাঝে বা অবসর সময়ে হঠাৎ স্ন্যাকস খাওয়ার ইচ্ছে হলে সহজেই এগুলি কিনতে পারছেন।

SAMSUNG-এর টপ ৪০-এ বাংলার ৬ উদ্ভাবক

কলকাতা: শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত তথ্য সহজ করা, শ্রবণ ও বাক্‌প্রতিবন্ধী মানুষের যোগাযোগের সমস্যা দূর করা এবং একা থাকা প্রবীণদের সহায়তার মতো বাস্তব সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে SAMSUNG SOLVE FOR TOMORROW-এর জাতীয় টপ ৪০-এ জায়গা করে নিয়েছেন বাংলার ছয় তরুণ উদ্ভাবক—রাহুল গুপ্ত, অনুষ্কা গুপ্ত, সায়ক সামন্ত, সৌফির রহমান, শৌরজিয়া চক্রবর্তী ও ঐশী মুখোপাধ্যায়। SAMSUNG-এর ১৪-২২ বছর বয়সী তরুণদের জন্য এই CSR কর্মসূচিতে ডিজাইন থিঙ্কিং, মেন্টরশিপ ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাস্তব সমস্যার প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান তৈরির সুযোগ দেওয়া হয়।

এই ছয় উদ্ভাবক তিনটি পৃথক ধারণা নিয়ে কাজ করছেন। রাহুল ও অনুষ্কা AI-এর সাহায্যে শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত জটিল তথ্য সহজ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। সায়ক ও সৌফির তৈরি করছেন SIGN-BRIDGE AI, যা সাংকেতিক ভাষাকে রিয়েল-টাইমে কথা ও লেখায় অনুবাদের সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করছে। অন্যদিকে শৌরজিয়া ও ঐশী একা থাকা প্রবীণদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে পরিবার ও পরিচর্যাকারীদের দ্রুত জানানোর প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান তৈরি করছেন।

এবারের জাতীয় টপ ৪০ দলের অর্ধেকেরও বেশি টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহর থেকে এসেছে। নির্বাচিত দলগুলি ১০ দিনের INNOVATION BOOTCAMP-এ FITT-IIT দিল্লিতে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মেন্টরশিপ পাবে। এরপর টপ ২০-এ ওঠার জন্য প্রতিযোগিতা হবে।

শেষপর্যায়ে চারটি বিজয়ী দল মোট ২ কোটি ইনকিউবেশন অনুদান এবং FITT-IIT দিল্লির ইনকিউবেশন সহায়তা পাবে। বাংলার ছয় তরুণের এই সাফল্য প্রমাণ করছে, দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকেই গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন উঠে আসতে পারে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পন্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পন্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96